ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-37 ■ 12 November, 2024 ■ আগরতলা ১২ নভেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ২৬ কার্ত্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মণিপুরের জিরিবামে গুলিতে নিকেশ ১০ জঙ্গি

ঘায়েল এক সিআরপিএফ জওয়ান

ইমফল, ১১ নভেম্বর (হি.স.) ।। মণিপুরের জিরিবাম জেলার অন্তর্গত বড়বেকরা মহকুমাধীন জাকুরাধর করোং-এ নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ধরাশায়ী হয়েছে ১০ জন সশস্ত্র জঙ্গি। পাশাপাশি জঙ্গিদের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে ঘায়েল হয়েছে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর জওয়ান কনস্টেবল সঞ্জীব কুমার। তাঁকে পার্শবর্তী অসমের কাছাড় জেলা সদরে অবস্থিত শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। তাঁর চিকিৎসা চলছে। তিনি বিপদমুক্ত বলে জানা গেছে। ঘটনা আজ সোমবার বিকাল প্রায় সাড়ে তিনটা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে। ইমফলে মণিপুর পুলিশের সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরের দিকে বড়বেকরা মহকুমাধীন জাকুরাধর করোং-এ জঙ্গিরা উপদ্রব করছে বলে এক খবর পেয়ে ওই অঞ্চলে যৌথ অভিযান চালিয়েছিল সিআরপিএফ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থা। এদিন বিকাল প্রায় তিনটা থেকে সাঁড়াশি অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী। সে সময় তাঁদের সঙ্গে ব্যাপক গুলি বিনিময় হয় জঙ্গিদের। গোলাগুলি চলে প্রায় ৪৫ মিনিট।

রাজ্য পুলিশের সূত্রটি জানিয়েছে, সংঘর্ষস্থলে তালাশি চালিয়ে দশটি সশস্ত্র জঙ্গির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি একে সিরিজের রাইফেল, সেলফ-লোডিং রাইফেল (এসএলআর), ইনসাস রাইফেল, একটি রকেট চালিত গ্রেনেড (আরপিজি) লঞ্চার, একটি পাম্প-অ্যাকশন বন্দুক, বুলেটপ্রুফ হেলমেট, বেশ কয়েকটি ম্যাগাজিন সহ প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছেন নিরাপত্তা রক্ষীরা।

পুলিশের সূত্রটি জানিয়েছে,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের গ্রেনেড হামলায় জখম দুই

ইমফল, ১১ নভেম্বর (হি.স.) ।। ইমফল পূর্ব জেলার অন্তর্গত ইয়াইঙ্গাংপোকপি গ্রামে আজ আবারও রকেট চালিত গ্রেনেড (আরপিজি) হামলা চালিয়েছে সশস্ত্র জঙ্গিরা। পাহাড়ের চূড়া থেকে আরপিজি-হামলায় জখম হয়েছেন দুই কৃষক।

রাজ্য পুলিশের সদর দফতর সূত্রের খবর, জাতিগত সংঘাত-আক্রান্ত মণিপুরের ইমফল পূর্ব জেলার অন্তর্গত পেরিফেরাল এলাকায় সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। ক্ষেতে কর্মরত কৃষকদের ওপর পাহাড়ভিত্তিক জঙ্গিদের হামলার আজ ছিল তৃতীয় দিন। গতকাল রবিবারও সশস্ত্র জঙ্গিরা পাহাড়ের চূড়া থেকে পাদদেশীয় অঞ্চলে আক্রমণ করেছে।

সূত্রে খবর, আজ সোমবার সকাল প্রায় ৯:২০টা নাগাদ ইয়াইঙ্গাংপোকপি গ্রামের শান্তিখংবন এলাকায় আরেকটি হামলা হয়েছে। এতে দুই ব্যক্তি আহত হয়েছেন। তাঁরা ক্ষেতে ধান কাটছিলেন। তখনই জঙ্গিরা রকেট চালিত গ্রেনেড (আরপিজি) নিক্ষেপ করেছে। গ্রেনেড

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্নতি-২০২৪ প্রকল্প নিয়ে প্রজ্ঞাভবনে কর্মশালা

রাজ্যে দুই শতাধিক বিনিয়োগ এসেছে, আরো ১,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ অপেক্ষায় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ইতিমধ্যেই ২০০টিরও অধিক বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং আরো ১,০০০ কোটি টাকার অধিক বিনিয়োগে অপেক্ষায় রয়েছে। সোমবার আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে উন্নতিএর রাজ্যভিত্তিক কর্মশালার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

কর্মশালায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, "আমরা জানি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নে কীভাবে কাজ করছেন। তিনি বারবার বলছেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী উত্তর পূর্বাঞ্চলে আরও শিল্প বিকাশ এবং বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে এই উন্নতি কর্মসূচি চালু করেছিলেন। আগামী ১০ বছরে এর মাধ্যমে ৮৩,০০০ এর অধিক কর্মসংস্থান তৈরি হবে। এই লক্ষ্যে উত্তর-পূর্বের জন্য ১০,০৩৭ কোটি টাকার বাজেট মঞ্জুর করা হয়েছে। যা ত্রিপুরা এবং অন্যান্য উত্তর-পূর্বের রাজ্যের মানুষকে উপকৃত করবে"।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাকে জোন বি বিভাগে রেখেছে। যা স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যগুলিকে বাজারে প্রতিযোগিতায় সহায়তা করবে। আর এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এই স্কিম সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর বিনিয়োগে আরও আগ্রহী হবে মানুষ। উন্নতি ছাড়াও ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর একাধিক স্কিম চালু করেছে। এমনিতে ত্রিপুরা তিন দিক থেকে বাংলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চালু করা হিরা মডেলে হাইওয়ে, ইন্টারনেট, রেলওয়ে এবং এয়ারওয়েজের মাধ্যমে উন্নত সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। এতে যোগাযোগ ক্ষেত্রে উন্নতির সাথে সাথে ছোট ছোট শিল্প ত্রিপুরায় আসছে। ডাঃ সাহা জানান, রাজ্য সরকার যারা রাজ্যে বিনিয়োগ বা শিল্প স্থাপনে আগ্রহী ব্যক্তিদের সহায়তা করার জন্য ত্রিপুরা ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এজেন্সি চালু করেছে। কর্মশালায় ডাঃ সাহা বলেন,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

সুপ্রিম কোর্টের ৫১তম প্রধান বিচারপতি হলেন সঞ্জীব খান্না

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.)।। দেশের ৫১তম প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নেওয়ার জন্য বিচারপতি সঞ্জীব খান্নাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে নরেন্দ্র মোদী বলেন, তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। প্রধান বিচারপতি হিসেবে সঞ্জীব খান্নার মেয়াদের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, সোমবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বিচারপতি সঞ্জীব খান্নাকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সদ্য প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন সঞ্জীব খান্না। আগামী ৬ মাসের জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদের দায়িত্বভার সামলাবেন তিনি।

১.২৭ কোটির বিদেশী সিগারেট উদ্ধাত, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আসাম রাইফেলস এবং কাস্টাম বিভাগের যৌথ অভিযানে ১০.৪ লক্ষ বিদেশী সিগারেট উদ্ধার করে। যার বাজারমূল্য ১.২৭ কোটি টাকা হবে। সাথে দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আসাম রাইফেলসের তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে একথা জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আজ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া এলাকায় একটি গাড়িকে আটক করে ১০.৪ লক্ষ বিদেশী সিগারেট উদ্ধার করে। যার বাজারমূল্য ১.২৭ কোটি টাকা হবে। সাথে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জোড়া খুনে অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে আদালতে মহিলাদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। মা ও মেয়ে জোড়া খুনে অভিযুক্ত সমরজিৎ চৌধুরী ফাঁসির দাবিতে আদালত চত্বরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এলাকাবাসী ও পরিবারের সদস্যরা।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ অক্টোবর রবিবার ভোর চারটা নাগাদ ওএনজিসি নেতাজিনগর এলাকায় স্ত্রী তনুশ্রী আচার্য্য এবং শাশুড়ি সোমা আচার্য্য-কে দা দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে খুন করেছেন মধুপুর নিবাসী সমরজিৎ চৌধুরী। ওই ঘটনায় পুলিশ মধুপুর থেকে সমরজিৎ-কে গ্রেফতার করেছিল। আজ অভিযুক্ত সমরজিৎ চৌধুরী ফাঁসির দাবিতে আদালত চত্বরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এলাকাবাসী

ও পরিবারের সদস্যরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মৃতার ছোট বোন জানিয়েছেন, বিয়ের পর থেকেই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে শিকার হচ্ছিলেন তনুশ্রী আচার্য্য। তাঁকে বেধড়ক মারধর করত স্বামী সমরজিৎ চৌধুরী। নির্যাতন থেকে মুক্তি দিতে মা সোমা আচার্য্য তাঁকে বাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। সেই কারণেই ১৩ অক্টোবর রবিবার ভোর চারটা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের নবনিযুক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল শক্তিময় চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। রাজ্যের নতুন অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত হলেন বরিষ্ঠ আইনজীবী শক্তিময় চক্রবর্তী। তিনি বরিষ্ঠ আইনজীবী সিদ্ধার্থ শংকর দে - এর স্থলাভিশিক্ত হয়েছেন।

উল্লেখ্য, রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের পদ থেকে আজ পদত্যাগ করেছেন বরিষ্ঠ আইনজীবী সিদ্ধার্থ শংকর দে। তিনি সকালে রাজ্যের আইন সচিবের কাছে পদত্যাগ পত্র জমা করেন। আজ বিকালে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি প্রশাসনের উদ্যোগে বাস পরিষেবা চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। এডিসি প্রশাসনের উদ্যোগে সিএনজি বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে। আজ এডিসি সদর দপ্তর খুমলুঙত্তএ এই পরিষেবার উদ্বোধন করেছেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শ্রীদেববর্মণ বলেন, ত্রিপুরার এডিসি এলাকায় যাতায়াতের ব্যবস্থা বাড়ানোর জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তাতে এডিসি এলাকার সমস্ত জনগণের সুবিধা হবে। এদিন তিনি বলেন, টাটা কোম্পানীর সহযোগিতায় এডিসি এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো সিএনজি বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এটি ৫২ সিটার সিএনজি বাস নিয়ে আজ টিটিএএডিসি এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ২০ বছর আগে টিটিএএডিসিতে একটি পরিবহন বিভাগ তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ছিল না। আজ আপাতত তিনটি বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে। আগামীদিনে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা পেলে আরও বাস পরিষেবা চালু করা হবে। এদিন তিনি বলেন, এই বাসগুলি এডিসি থেকে শহরে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মায়ের বকুনিতে আত্মহত্যা নাবালিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ নভেম্বর।। মায়ের বকুনি খেয়ে ফাঁসিতে আত্মঘাতী হল ১৪"বছর বয়সি এক নাবালিকা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকা জুড়ে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে নাবালিকার মৃতদেহের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার।

মায়ের বকুনি খেয়ে অভিমানে আত্মহত্যা করল ১৪ বছরের এক কিশোরী কন্যা। ঘটনা তেলিয়ামুড়া নাবালিকার মামার বাড়িতে। না বালিকাটির বাড়ি জিরানিয়ায়। জানা যায় নাবালিকা মেয়েটির মা তাকে গালমন্দ করেছিলেন। তাতেই বিরাগভাজন হয়ে অভিমানে সে ফাঁসিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। পরিবারের লোকজনরা ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক কিশোরী কন্যাটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত দেহটি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে ট্রাফিক পুলিশের যৌথ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। পুর নিগম, জেলা পুলিশ, পরিবহন দপ্তর এবং ট্রাফিক পুলিশের যৌথ উদ্যোগে শহরকে যানমুক্ত করতে আজ এক অভিযান চালানো হয়েছে। রাজধানী আগরতলার ব্যস্ত এলাকার মধ্যে অন্যতম মোটর স্ট্যান্ড-এ এই অভিযান চালানো হয়েছে।

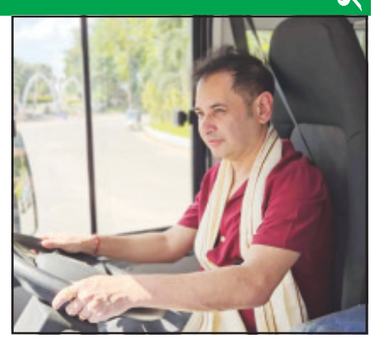

যানজট মুক্ত রাখতে পরিচালিত এই যৌথ অভিযানে রাস্তার ফুটপাতে বেআইনিভাবে বসে ব্যবসা করা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে ২৪ ঘন্টা সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বেআইনিভাবে বসে ব্যবসা বন্ধ না করলে মঙ্গলবার তাদের দোকানপাট তুলে নেওয়া হবে বলে ব্যবসায়ীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে ট্রাফিক কর্মীরা অবৈধভাবে পার্কিং করে রাখা গাড়ির বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। জরিমানা করা হয়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর পূর্বাঞ্চলের মহিলা জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতায়নে পরামর্শমূলক সেমিনার আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের গত ৬ জুলাই, ২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে মহিলা প্রধানদের তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়টি এবং তার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি দু'দিনের পরামর্শমূলক সেমিনার আয়োজন করার জন্য কিছু রাজ্যকে বেছে নিয়েছে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরাও রয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন এবং পঞ্চায়েত দপ্তরের সচিব ডা. সন্দীপ

আর রাঠৌড়, ভারত সরকারের পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের অধিকর্তা রমিত মৌর্য্য এবং পুনের যশোদার ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল, ড. মল্লিনাথ কালশেট্টির উপস্থিতিতে আজ দু'দিনের এই পরামর্শমূলক সেমিনারের উদ্বোধন হয়। সেমিনারে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিকিম, মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর এবং ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিনিধিগণ অংশ নেন। ত্রিপুরা থেকে জিলা পরিষদের চারজন মহিলা সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির প্রধান, স্ব-সহায়ক দলের সদস্যরা, সিপার্ড, ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা এবং মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিগণ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৬টি রাজ্যের প্রায় ৮০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এ ধরনের সেমিনার মহিলা জনপ্রতিনিধিদের গণতান্ত্রিক ক্ষমতায়ন বিকাশে সহায়ক হবে। তাছাড়াও মহিলা প্রতিনিধিদের সংবেদনশীলতা ও সক্ষমতা গড়ে তোলার মাধ্যমে মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। সেমিনারে গ্রামন্নোয়ন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বর্ণালঙ্কার সহ ৫ কুখ্যাত চোর পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। চুরি যাওয়া বিভিন্ন জিনিস, স্বর্ণালঙ্কার সহ পাঁচ জন কুখ্যাত চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চোর চক্র সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাবে বলে জানিয়েছেন সদর এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায়।

সদর এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় জানিয়েছেন, গত মাসে রামনগর ১ নম্বরের বাসিন্দা যোগেশ মজুমদারের বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়েছিল। চোরের দল সব স্বর্ণালঙ্কার, মূল্যবান সামগ্রী সহ নগদ টাকা নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে বাড়ির

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ১২ নভেম্বর ২০২৪ ইং
২৬ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

কার্বন নিঃসরণ সংকটের হাতছানি

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইবার ফলে জীবজগৎ চরম সংকটের সম্মুখীন হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

অতিরিক্ত কয়লা ব্যবহারের কারণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ সারা বিশ্বে বাড়িতেছে। সম্প্রতি সম্পাদিত পরীক্ষায় জানা গেছে পৃথিবীতে গড় কয়লা ব্যবহার বাড়িয়াছে ১০ কোটি ৭০ লক্ষ টন। এই বৃদ্ধির হার ৬কোটি ৩০ লক্ষ টন। উন্নতিশীল বিশ্বে শিল্পে মাত্রাতিরিক্ত কয়লার ব্যবহার প্রায় ১.৫ু হারে বাড়িয়াছে। এর মানে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে আনুপাতিক হারে। ১৯৫০ সাল থেকে বিচার করিলে কয়লার অধিক ব্যবহারজনিত কারণে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় ৪ গুন বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশ্চিমী দেশসমুহে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের হার ৫০ু থেকে কমিয়া সাম্প্রতিক কালে ৪৫ু তে দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীতে সর্বাধিক কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ সংঘটিত হইয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যাহার হার ২৩ু। ১৯৯৬ সালে এই হার প্রায় ৩.৫ বাড়িয়াছে। এই কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখনো অব্যাহত আছে। জাপানের ক্ষেত্রে এই হার বিগত ৬ বছরে প্রায় ১২.৬ু হারে বাড়ায়াছে ও অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার ৯.৬ু।১৯৯০ সালের পরে ১৯৯৬ পর্যন্ত পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের হার বাড়িয়াছে ১ু হারে। ইয়ুরোপীয়ান ইয়ুনিয়ানে কয়লার ব্যবহার সামান্য হ্রাস পাইবার কারণে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণও কমিয়াছে যথেষ্ট। জার্মানী, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে কয়লা ব্যবহার কমিয়া যাওয়ায় বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ যথাক্রমে ৭.৬ু, ২ু ও ১.১ু হারে হ্রাস পাইয়াছে।১৯৫০ সাল থেকে পূর্ব ইয়ুরোপে ও পূর্বতন সোভিয়েত ইয়ুনিয়নে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ ২১ু থেকে কমিয়া সাম্প্রতিককালে ১৫ু-তে এসে দাঁড়াইয়াছে। গতএক দশকে কয়লার শিল্পে ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়াছে। তবে কেবল রাশিয়া বিশ্বের বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থানে রহিয়াছে। রাশিয়ায় এই নিঃসরণের পরিমাণ হইল ৩৮ু। কেবলমাত্র ইউক্রেনে কয়লার শিরে অধিক ব্যবহারের কারণে বাতাসে এই ক্ষতিকারক গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ প্রায় ৫কয়লার ব্যবহার। তবে পূর্ব ইয়ুরোপ ও রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির কারণে কম হওয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ কমিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। উন্নতিশীল দেশ সমুহে কয়লার বহুল ব্যবহারের জন্যে ১৯৫০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ২৪ু হারে বাড়িয়াছে। এই নিঃসরণ বৃদ্ধির বর্তমান হার হ''ইল ৪০ু। চীনে কয়লার বহুল ব্যবহারের কারণে বিশ্বের দ্বিতীয় স্থানে রহিয়াছে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের ক্ষেত্রে এই নিঃসরণ বৃদ্ধির হার ১৪ু। বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণ বাড়িয়া যাইবার ফলে পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়িতেছে। এই ধরনের প্রভাব অব্যাহত থাকিলে জীবজগৎ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইবে। পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখিতে হইলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ হ্রাস পরিবারের জন্য নিজেদের উদ্যোগী হইতে হইবে। একমাত্র নিজেদের প্রচেষ্টার ফলেই এই জটিল সমস্যা ও ঝুঁকি হইতে রক্ষা মিলিতে পারে। অন্যথায় বিপদ গোটা বিশ্বকে গ্রাস করিবে।

জম্মুর সচিবালয়ে কাজ শুরু ওমর ও তাঁর মন্ত্রিসভার, আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা

জম্মু, ১১ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ সোমবার জম্মুর সচিবালয় থেকে কাজ শুরু করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ ছাড়াও উপ-মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, মুখ্য সচিব, প্রশাসনিক সচিব এবং বিভাগের প্রধানরাও জম্মু থেকে তাঁদের কাজ পুনরায় শুরু করেছেন। ২৩ অক্টোবর সাধারণ প্রশাসন বিভাগের আদেশ অনুসারে, শুধুমাত্র প্রশাসনিক সচিব এবং শীর্ষ বিভাগের প্রধানরা শ্রীনগর থেকে জম্মুতে স্থানান্তরিত হবেন। শ্রীনগরের সিভিল সেক্রেটারিয়েটও কার্যকর থাকবে। উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে পুনর্গঠনের পর থেকে ওমর আব্দুল্লাহ হলেন প্রথম মুখ্যমন্ত্রী।

দীর্ঘদিন ধরে মেরামত হয়নি রাস্তা, সন্দেশখালিতে আগুন জ্বালিয়ে পথ অবরোধ

বসিরহাট, ১১ নভেম্বর (হি.স.): একযুগেরও বেশি সময় ধরে এলাকার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সংস্কার হয়নি। কোথাও কোথাও রাস্তার পাথর উঠে হাঁটু সমান গর্ত হয়েছে। কোথাও আবার পাথরের কণা মারাত্মকভাবে বেরিয়ে রয়েছে। ফলে রাস্তা দিয়ে চলা দায়। যার জেরে সোমবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির তুষখালি-মনিপুর রোডের ধুচনেখালি বাজারে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকার মানুষ। রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে চলে অবরোধও। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘ কয়েকবছর হয়ে গিয়েছে রাস্তা মেরামত করা হয়নি। রাস্তার কোথাও কোথাও হাঁটু সমান গর্ত। রাস্তা দিয়ে ভালোভাবে চলাচল করতে পারে না গাড়ি। দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যায়। ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল দীর্ঘ দিন ধরেই, অবশেষে বহিঃপ্রকাশ হল সোমবার।

২০২২ থেকে রাশিয়া সচেতনভাবে এশিয়ার দিকে আরও গভীর মনোনিবেশ করেছে : এস জয়শঙ্কর

মুম্বই, ১১ নভেম্বর (হি.স.): বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন। তিনি সোমবার মুম্বইতে ভারত-রাশিয়া বিজনেস ফোরামে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ার প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ডেনিস মান্টুরভ-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এস জয়শঙ্কর বলেছেন, 'রাশিয়া সচেতনভাবে ২০২২ সাল থেকে এশিয়ার উপর আরও গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছে। রাশিয়া সহযোগিতার আরও অনেক পথ তৈরি করেছে। ডঃ জয়শঙ্কর বলেন, বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের মূল্য ৬৬ বিলিয়ন ডলার। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে তা ১০০ বিলিয়ন ডলারের সীমা অতিক্রম করবে।

কাছাড়ে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, হত একই পরিবারের দুই মহিলা ও দুই পুরুষ সহ পাঁচ

কাটিগড়া (অসম), ১১ নভেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত শিলচর-কালাইন রোডের রানিঘাটে ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই একই পরিবারের দুই মহিলা ও দুই পুরুষ সহ পাঁচজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এদিকে দুর্ঘটনার পর স্থানীয় উত্তেজিত মানুষ ওই রাস্তায় অবরোধ গড়ে তুলেছেন।

'কথামৃত' লিখে জুটেছিল খুনের হুমকি আজও কেন অতুলনীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সৃষ্টি

বিশ্বদীপ দে

"যখন একবার হরি বা একবার রাম নাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয় জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম আর করতে হবে না।" ১৮৮২ সালের এক রবিবার ভাগ্নের সঙ্গে গঙ্গার ধারের এক বাগানে বেড়াতে এসেছেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত অর্থাৎ শ্রীম। ভাগ্নেই তাঁকে বলেন, গঙ্গার ধারের বাগানে এক পরমহংসের কথা। সেই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। আর শুরুতেই এমন কথা শুনে সেই যে বিভোর হলেন, আজীবন রয়ে গেল সেই মগ্নতা। যা তাঁকে লিখিয়ে নিয়েছিল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'। যে মহাগ্রন্থ কালকে অগ্রাহ্য করে চিরকালীন হয়ে গিয়েছে। অথচ এমন গ্রন্থের জন্য রীতিমতো খুনের হুমকি পেয়েছেন তিনি! আদৌ বইটিতে বর্ণিত রামকৃষ্ণের বলা কথাগুলি তাঁরই বলা কিনা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে তা নিয়েও। মাস্টারমশায়' নামে পরিচিত ছিলেন। পড়াতেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্কুলে। ডায়রি লিখতেন খুব অল্প বয়স থেকেই। আর সেই দিনলিপি লেখার অভ্যাসই তাঁর দারুণ কাজে এসেছিল কথামৃত লেখার সময়। তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন, 'চৈতন্যচরিতামৃত' ছাত্রজীবনে তাঁর দারুণ প্রিয় ছিল। কে জানত সেই মানুষটিই এযুগের এক মহাগ্রন্থ লিখবেন সমসময়ের এক মহাপুরুষকে নিয়ে। অথচ খুব কম বয়সে মাকে হারানো শ্রীম সাংসারিক সমস্যায় এমন জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন, আত্মহত্যার চিন্তাও উঁকি দিয়ে যেত মনে।

কিন্তু সব বদলে যায় রবিবাসরীয় সেই সন্ধ্যায়। রামকৃষ্ণকে প্রথমবার দেখার পরই তিনি বুঝতে পারেন, এই বার তাঁর জীবন এক দিশা খুঁজে পেয়েছে। যদিও 'শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে'র প্রথম খণ্ডে রয়েছে তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের কথোপকথনের এক বর্ণনা। আত্মহত্যার প্রসঙ্গ উঠেছিল সেখানেও। অর্থাৎ অস্থিরতা তখনও রয়ে গিয়েছিল তাঁর মনে। যা শুনে রামকৃষ্ণ বলেন, "ওকথা কেন? তোমার যে গুরুলাভ হয়েছে। তোমার আবার ভাবনা কী? গুরু যে তোমার পিছু পিছু রয়েছেন। ভাবনা কী, গুরু সব কিছুর মোড় ফিরিয়ে দিবেন।" এভাবেই ধীরে ধীরে তাঁকে আলোর দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন ঠাকুর। আর শ্রীম পরবর্তী সময়ে বলেছিলেন, "হিউম্যান লাইফ ইজ অ্যান এক্সেলেন্ট অ্যাপলজি ফর সুইসাইড এক্সেপ্ট গুরু।" শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়াণের বছর দুয়েক পরে শুরু হয় কথামৃত লেখার কাজ। যদিও তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের ৭১টি সাক্ষাতের সবটাই ডায়রিতে লেখা ছিল। কিন্তু বই লেখা শুরু সেই সময়ই। বেশ কিছুটা লেখা হওয়ার

পর নীলাম্বরবাবুর ভাড়াবাড়িতে সেই পাণ্ডুলিপি শুনিয়েছিলেন শ্রীমা সারদাকে। দিনটা ছিল রথযাত্রা। সারদা মুগ্ধ হয়েছিলেন শুনে। পরে ১৮৯০ সালেও আরও কিছু অংশ শ্রীমা সারদার সামনে পড়ে শোনান। এর পর প্রকাশিত হয় 'পরমহংসদেবের উক্তি'। এসবই কথামৃত প্রকাশিত হওয়ার আগের পর্ব। বইয়ের নাম প্রথমে ছিল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃতম'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাম রাখা হয় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০২ সালে। এর পর ১৯০৪, ১৯০৮ ও ১৯১০ সালে পরবর্তী তিনটি খণ্ডও প্রকাশ পায়। পঞ্চম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল অবশ্য অনেক পরে ১৯৩২ সালে। সেই বছরই তাঁর প্রয়াণের বছর।

অথচ যখন রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ তিনি লিখে রাখছিলেন ডায়রিতে, ভাবেনওনি এই নিয়ে একদিন বই লিখবেন। কেবলই তিথি-নক্ষত্র-তারিখ সহযোগে নিত্য অভ্যাসে রোজকার অভিজ্ঞতা লিখে রাখতেন। তবে এই লেখাটি অত্যন্ত গভীর মনোযোগ সহকারে লিখেছিলেন তিনি। প্রয়োজনে রাত জেগেও। লেখার আগে ধ্যান করতেন। তার পর সমস্ত কথা খুঁটিনাটি স্মৃতি থেকে সংগ্রহ করে সাদা পাতায় ফুটিয়ে তুলতেন। এমন নিখুঁত লিখিত বিবরণ ছিল বলেই পরবর্তী সময়ে এমন মহাগ্রন্থের পরিকল্পনা ও স্বার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয়েছিল। বই ছাপতে গিয়ে কিন্তু বেগ পেতে হয়েছিল। বসুমতীর উপেন চট্টোপাধ্যায় থেকে প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বইটি ছাপতে রাজি ছিলেন না। অগত্যা প্রকাশক হতে রাজি হন তাঁরই ছাত্র স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। বইটি লেখার উদ্দেশ্য প্রথম থেকেই ছিল ঠাকুরের বাণী সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আদপে সংসারী মানুষটি ছিলেন ঘোরতর সন্ন্যাসী। রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের পর পঞ্চাশ বছর বেঁচেছিলেন তিনি। এই পুরো সময়টাই আধ্যাত্মিকতার ভিতরই ছিলেন তিনি। তাঁরই কথায়, "এ কি আর আমি করেছি, ঠাকুরের কাজ ঠাকুরই করেছেন। তিনি মেধারূপে, ইচ্ছাশক্তিরূপে আমার ভিতরে আবির্ভূত হয়ে লিখিয়েছেন।" সব সময়ই চেয়েছেন বইয়ের দাম যতটা সম্ভব কম রাখা। যাতে বেশি সংখ্যক মানুষ পড়তে পারে। পরিকল্পনা ছিল আরও দুটি খণ্ড লেখার। তাঁর লেখাতেই রয়েছে, 'শ্রীশ্রীকথামৃত-র ছয়-সাত খণ্ডে সমাপ্ত হইলে শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত অবলম্বন করিয়া একটি জীবনী লিখিবার একটি জীবনী লিখিবার উপকরণ পাওয়া যাইবে।' দুর্ভাগ্যের, তা হয়ে ওঠেনি। পঞ্চম খণ্ড প্রকাশে বিলম্বের পিছনে ছিল তাঁর শারীরিক অসুস্থতা। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে নিজের কাজ করে গিয়েছেন শ্রীম। ১৯৩২ সালের ৩ জুন রাত ৯টা পর্যন্ত প্রুফ দেখেছিলেন। পরদিনই প্রয়াত হন। অর্থাৎ একেবারে শেষদিন পর্যন্ত নিজের লেখায় মগ্ন থেকেছেন শ্রীম। অথচ এমন নিমগ্নতা সত্ত্বেও সমালোচনা পিছু ছাড়েনি। এমনও সংশয় ছিল অনেকের, তিনি যা লিখেছেন সবই বানানো। এমনকী, রীতিমতো খুনের হুমকি দেওয়া চিঠিও পেয়েছেন। তবে সেসব পিছনে রয়ে গিয়েছে। থেকে গিয়েছে তাঁর কাজ। যা চিরকালীন। যা অক্ষয়। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিতে যে গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল অনস্বীকার্য। নশ্বর জীবনে পাওয়া প্রাণ খোওয়ানোর হুমকি মিলিয়ে গিয়েছে অন্তরীক্ষে। গ্রন্থটির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমও পেয়ে গিয়েছেন অমরত্ব।

রাসযাত্রা

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পালিত হয় রাসযাত্রা। মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কোন এককালে উড়িষ্যায় ডোল গোবিন্দ নামক একটি একক কষ্ঠিপাথরের কৃষ্ণমূর্তি স্থাপন করেছিলেন। যোড়শ শতাব্দীতে বাংলার বারো ভূঁইয়ার অন্যতম যশোরের মহাপরাক্রমশালী রাজা প্রতাপাদিত্য উড়িষ্যা আক্রমন করলে মন্দিরের পুরোহিত ডোল গোবিন্দকে বিপদের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে বিগ্রহটি তাঁর গুরু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রথম পার্ষদ অদ্বৈতাচার্যের পৌত্র মথুরেশ গোস্বামীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। মথুরেশ গোস্বামী বিগ্রহটিকে অবিলম্বে শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত তাঁর পিতৃ পুরুষদের বাসভূমি নবগ্রামে নিয়ে আসেন। সেখানে নব নির্মিত একটি মন্দির তৈরী করে ডোল গোবিন্দকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে অবশ্য ডোল গোবিন্দ একাকী নয় পাশে রাধারানীর মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই যুগল মূর্তির নতুন নামকরণ হয় 'রাধারমণ'

১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে মানসিংহ যশোর আক্রমন করলে মথুরেশ গোস্বামীর শিষ্য বসন্ত রায়ের বারম্বার অনুরোধে এবং মথুরেশ গোস্বামীর সম্মতিক্রমে তাঁর বাড়ি থেকে রাধা ও কৃষ্ণের মূর্তি দুটো তিনি গোপনে লুকিয়ে নিজের বাসস্থান শান্তিপুরে বড় গোস্বামী (অদৈতাচার্য) বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং রাধারমণ —এর পুনঃ স্থাপন করেন।

এরপর শ্রীহট্ট বাসীদের অনেকেই শান্তিপুরে এসে বাসা বাঁধেন। অদ্বৈতাচার্যের পরবর্তী বংশধররাই শান্তিপুরে বৈষ্ণব ভাবধারার প্রবর্তক। সেকালে জ্ঞান ও ভক্তির যুগল সম্মিলনে শান্তিপুরের খ্যাতি ছিল সুদূর প্রসারী। শান্তিপুর হয়ে উঠেছিল ভাতবর্ষের বৈষ্ণবীয় ভাবধারার অন্যতম পীঠস্থান। একদিকে অদ্বৈতাচার্যের বৈষ্ণবীয় প্রভাব অপর দিকে তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্র সাধনার খ্যাতি। এই দুই বিপরীত ধর্মী ভাবধারার মিশ্রণে গঠিত শান্তিপুরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যা আজও অক্ষুন্ন। পূর্বে একক কৃষ্ণ মূর্তিকেই তাঁরা পূজো করতেন। পরবর্তী কালে রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ থেকেই বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় জাড়িত মানুষদের শ্রেষ্ঠ রাসোৎসব উৎসবটি ভুবন বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় — 'যত মত তত পথ'। অর্থাৎ কোন একটি নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করে ত্যাগ ও সংযমের দ্বারা এগিয়ে গেলে ঈশ্বরলাভ অবশ্যম্ভাবী। যেমন জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নাম জ্ঞানযোগ, ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নাম ভক্তিযোগ অথবা কর্মের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নাম কর্মযোগ। বলাবাহুল্য এই সব পথে সাধনা করে পৃথিবীর বহু মানুষ সিদ্ধিলাভ করেছেন। কিন্তু বৃন্দাবনের গোপিনীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। প্রেম-ভালোবাসার পথে পরম চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়াটাই

ছিল গোপিনীদের একমাত্র উদ্দেশ্য। নিঃসন্দেহে সাধারণ পথের তুলনায় এই পথ ভিন্ন। কিন্তু বৃন্দাবনের গোপিনীগণ প্রেম-ভালোবাসা অর্থাৎ মধুর ভাবের দ্বারাই ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিলেন। ঈশ্বরকে লাভ করাই যদি মানুষের মূখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহলে যে পথেই সিদ্ধিলাভ হোক, সেই পথই উৎকৃষ্টতম ও পবিত্রতম বলে স্বীকার করে নিতে হবে। নিজের অন্তরকে পরিপূর্ণ রূপে কৃষ্ণপ্রেমে রাঙিয়ে তুলতে না পারলে রাধা-কৃষ্ণের অনন্ত লীলামাধুর্য সাধারণ দৃষ্টিতে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তারজন্যে প্রয়োজন মনের আগাম প্রস্তুতি। প্রসঙ্গতঃ স্বামী বিবেকানন্দের কথা স্মরণ করা যাক —'বারো বছর পূর্ণ ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন না করে, কায়-মন ও বাক্যে সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হয়ে রাসলীলা পাঠের যোগ্য হওয়া যায় না'।

ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং সকল সর্কমতার মাঝে গভীর ভাবে স্মরণ মনন দ্বারা মনকে কৃষ্ণনামে কেন্দ্রিভূত করতে না পারলে বৃন্দাবনের রাসলীলা সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক রসে মন আপ্লুত না হলে বিষয়াসক্ত এবং কামুক মন নিয়ে রাসলীলার গূঢ় তত্ত্ব অনুভবের বাইরেই থেকে যায়। আর কথায় আছে ---'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। নিকৃষ্টতম মন নিয়ে কখনো উৎকৃষ্টতম ভাবনার অধিকারী হওয়া যায় না। সে তখন পুঞ্জিভূত অসৎ ভাবনারাশির সাহায্যে নিজেকে কলুষিত করার সাথে সাথে অখন্ড চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকেও কলঙ্কিত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না। এক কণা পারদ যেমন মূহুর্তে খন্ডিত হয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারে ঠিক সেই রকম শ্রীকৃষ্ণও একাধিক শরীরে নিজেকে ছড়িয়ে দিতেন। একাধিক শরীরে আবির্ভূত হওয়া একপ্রকার যোগ শক্তি যা পতঞ্জলির যোগসূত্রে উল্লিখিত আছে। উভয়ত্র প্রকাশের ঘটনা যুগযুগান্তর ধরে বহু সাধুসন্তদের জীবনই প্রদর্শিত হয়েছে। গোপিনীরা সকলেই কৃষ্ণ সান্নিধ্যে মাতোয়ারা হয়ে উঠতেন। কৃষ্ণসুখে তাঁদের অন্তঃকরণ চিরকৃতার্থ হয়ে উঠতো। তাঁদের না ছিল পার্থিব বস্তুর প্রতি কোন লালসা, না ছিল কোন স্বার্থসিদ্ধির কৌশল। তাঁদের তনু-মন জুড়ে ছিল একটিমাত্র আকুতি 'তোমাতে আমি হব হারা'। কৃষ্ণের সুমিষ্ট বংশীর ধ্বনিতে তাঁদের কৃষ্ণ বিরহে নিমজ্জিত প্রাণ যখন উতলা হয়ে উঠতো তখন সংসারের দৈনন্দিন জীবনের গৃহকর্ম পর্যন্ত তুচ্ছ মনে করে তাঁরা কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ করে ছুটে আসতেন গৃহকোন ছেড়ে। কারণ মহৎ বা বড় কিছু পাওয়ার আশায় ছোট অনিত্য বস্তু সমূহের প্রতি মনে জাগে ঘোর অনীহা। কৃষ্ণ ছিলেন সেই পরমব্রহ্ম যার সন্দর্শনে গোপিনীরা আত্মহারা হয়ে উঠতেন। সেই মুহূর্তে তাঁদের ভাবনায় সংসারের যাবতীয় সবকিছু তুচ্ছ এবং অসাড় মনে হতো। যেমন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন — মায়ের দেখা না পেলে আমি বাঁচবো কেমন করে ? মাতৃ দর্শনের পূর্বে ছিল দ্বৈত ভাব আর মাতৃ দর্শনের পরে অদ্বৈতের ঘরে উপনীত হয়েছিলেন। তখন দুইয়ে মিলে এক। 'ঐহিকে সব ভিন্ন ভিন্ন অন্তিমে সব একাঙ্গী'। তখন মাকে খাওয়াতে গিয়ে নিজেই খেতেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মাতৃভাবে বিভোর আর শ্রীরাধিকা বা গোপিনীরা ছিলেন মধুর ভাবে বিভোর। রাধা-কৃষ্ণের অপার্থিব সম্পর্কটি ছিল পুরুষ ও প্রকৃতির লীলাখেলা।

(২)

সর্বজনস্বীকৃত কিংবদন্তির দেশ নদীয়া জেলার শান্তিপুর ভারতবর্ষে রাসলীলার জন্যই প্রসিদ্ধ। সেকালের দিনে শান্তিপুর ছিল বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের পীঠস্থান। একদা নবদ্বীপ অঞ্চলে ইংরেজরা 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' নামে অবিহিত করেছিল। রাসযাত্রার উৎসবকে কেন্দ্র করে সেখানকার সকল মানুষ রাধা-কৃষ্ণের অনন্তলীলা মাধুর্যে মেতে ওঠেন। কৃষ্ণঅন্ত প্রাণ গোপীগণ আত্ম সমপর্ণের দ্বারাই পরমব্রহ্মকে লাভ করতে পেরেছিলেন। সেই অপার্থিব প্রেমলীলাকে স্মরণ করেই প্রতি বছর কার্তকি পূর্ণিমা তিথিতে মহা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত উদযাপিত হয় রাস উৎসব। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে — কেন কার্তকি পূর্ণিমা তিথিতেই রাসোৎসব পালন করা হয় ?

বড় গোস্বামীর বাড়িতে রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি (রাধারমণ) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই কার্তকি পূর্ণিমা তিথিতেই শ্রীরাধার অষ্টধাতু নির্মিত মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল (শ্রীকৃষ্ণেরঅষ্টধাতু নির্মিত মূর্তি আগেই ছিল)। সেই ঘটনা আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগের কথা। এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে শান্তিপুরের বাকি সকল গোস্বামীদের পূজিত বিগ্রহ সহ সাদর নিমন্ত্রন করা হয়েছিল। সেদিন বিকেল বেলায় সম্মিলিত বিগ্রহ সহ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। এই শোভাযাত্রাকে বলা হয় 'ভাঙ্গারাস'।

কিন্তু এরপর বিভিন্ন সময়ে শান্তিপুরবাসী বহু বৈষ্ণব বাড়ির মন্দির থেকে অষ্টধাতু নির্মিত মূর্তি চুরি হতে থাকে। চুরি হয়েছিল বড় গোস্বামী বাড়ির অষ্টধাতু নির্মিত রাধা মূর্তিটিও। যদিও তা ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়েছিল দৈবাদেশে। ফিরে পাওয়া রাধারানীকে বিবাহের তৃতীয় দিনে অনুষ্ঠিত বৌভাতের বঁধূ রূপে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যেই কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে শোভাযাত্রার প্রচলন শুরু হয়। শান্তিপুরের রাসোৎসব, চন্দন নগরের জগদ্ধাত্রী পূজো আর মাহেশের রথযাত্রার আকর্ষণ ও সুনাম শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যেই আবদ্ধ নয়, সমুদ্র পাড়েও এই উৎসবগুলির অসীম সুখ্যাতি।

পরবর্তী কালে শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্যের বংশধরগণ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই নিজ নিজ মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার পর থেকেই রাসলীলা উৎসবে মেতে ওঠেন। রাসোৎসবের সময় সীমা মাত্র চারদিন। প্রথম দু'দিনের অনুষ্ঠান ক্রিয়া সম্পন্ন হয় রাস বাড়িতে, তৃতীয় দিনে শোভাযাত্রা পালন। চতুর্থ দিনে নিজ নিজ গৃহে বিগ্রহ অধিষ্ঠান পর্ব।

বারোয়ারি রাসোৎসব, বিভিন্ন গোস্বামী বাড়ি, দে বাড়ি, সাহা বাড়ি, কর্মকার বাড়ি, প্রামানিক বাড়ি, খাঁ বাড়ি, চৌধুরী বাড়ি, প্রভৃতি বিখ্যাত বনেদী বাড়ি রাসোৎসব শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে। শোভাযাত্রা শুরু হয় বড় গোস্বামী বাড়ি থেকে শোভাযাত্রার মূল আকর্ষণ তাঁদের গৃহদেবতা রাইরাজা ও সুসজ্জিত হাওদায় বসানো রাইবেশে নব বঁধূর সাজে সুন্দরী বালিকারা। তাঁরা স্বর্ণালঙ্কার ও আজানুলম্বিত কণ্ঠহারে ভূষিতা। সঙ্গে থাকে পরিবারের সদস্যরা, সশস্ত্র পুলিশ পাহারা, ব্যান্ডপার্টির দল, ১০৮টি ঢাক, সানাই, আলোর রোশনাই, রণপা ও সঙের দল ইত্যাদি। এক কথায় নির্ভেজাল একটি আনন্দ উৎসব পালিত হয় সমস্ত শহর জুড়ে।

এইভাবেই সারারাত ধরে ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে শান্তিপুরের ঐতহ্যবাহী বনেদী বাড়ির শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রা যে কতটা আকর্ষনীয় তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। শোভাযাত্রার মূল উদ্দেশ্য রাসলীলা হলেও এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অতীত ও বর্তমান সমাজের পটভূমিকায় উপস্থাপিত বহু ঘটনা। যেমন বুদ্ধের ধর্ম প্রচার, নিরীহ পরাধীন ভারতবাসীদের উপর ব্রিটিশ দস্যুদের অত্যাচার, ক্ষুদিরামের ফাঁসি, যিশু খ্রিষ্টের বাণী, রামায়ণ ও মহাভারতের ছোট ছোট কাহিনী এই ধরণের উপকরণের সাহায্যে চলমান বিভিন্ন দৃশ্যপট চোখের সামনে ভাসতে থাকে। ধীর মন্থর গতিতে চলমান গাড়ির উপর উপস্থাপিত হতে থাকে নাটকের দৃশ্যাবলী। সহজেই মনটা যেন কোথায় হারিয়ে যায়। একদা বইয়ে পড়া ও ভুলে যাওয়া ঘটনাগুলো নিজের অজান্তে আবার অতর্কিতে মনে পড়ে যায়। খোল-করতাল সহযোগে কীর্তনীয়ার দল। থাকে নিখুঁত শিল্পীর হাতে গড়া নয়নাভিরাম বিভিন্ন মাটির মূর্তি। সব যেন ছবি। শহর পরিক্রমার পরে কাশ্যপ পাড়া হয়ে শোভাযাত্রার দল এগিয়ে যায় মোতিগঞ্জ খালের পানে। হৃদয় সংযোগে গড়ে তোলা স্বহস্তে নির্মিত মাটি দিয়ে তৈরি জীবন্ত প্রতিমাগুলি বিসর্জন দিতে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ছট উৎসবের সময় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপ প্রশংসনীয়

মালিগাঁও, ১১ নভেম্বর, ২০২৪: ছট উৎসবের সময় ও পরে যাত্রীদের সুগম যাতায়ত নিশ্চিত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) তার বিভিন্ন স্টেশনে সংগঠিত পদ্ধতিতে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার অধিক্ষেত্রের মধ্যে উৎসবের মরসুমে বিভিন্ন পরিবারকে একত্রিত করতে এবং তাদের নিরাপদ ফেরত যাত্রার জন্য সুরক্ষিত ও মসৃণ ভ্রমণ নিশ্চিত করেছে। বর্তমান যাত্রীদের ভিড় সামলাতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে ৬০০ থেকে অধিক ট্রিপ দ্বারা গঠিত মোট ৫২ জোড়া স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা করা হয়েছে। ছট উৎসবের সময় স্টেশনগুলিতে ভিড় সামলানোর ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা গৃহীত ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন যাত্রীরা। যাত্রীদের সুবিধার্থে স্টেশনগুলিতে ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে প্রধান স্টেশনগুলিতে পাবলিক অ্যানাউন্সমেন্ট ব্যবস্থা, ট্রেন ডিসপ্লে বোর্ড, সিটিং এরিয়া ও সিসিটিভি ক্যামেরা সহ নির্ধারিত ওয়েটিং এরিয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেসন ও ট্রেনগুলিতে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে সুরক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।যে সমস্ত স্থানে ভক্তদের বিশাল সমাবেশ ঘটার অনুমান করা হয়েছিল সেই সমস্ত প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে বর্ধিত ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উপযুক্ত পদ্ধতিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে সমস্ত কার্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণের জন্য এই সমস্ত স্টেশনে কমার্শিয়েল বিভাগের

বরিষ্ঠ আধিকারিকরা উপস্থিত থাকেন। প্রচণ্ড ভিড়ের সময় পদদলিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি এড়াতে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে প্ল্যাটফর্ম, ফুট ওভার ব্রিজ ও সার্কুলেটিং এরিয়াগুলিতে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স এবং গর্ভমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ কর্মীদের নিয়োজিত করা হয়েছিল। ট্রেনের যাত্রা শুরু ও সমাপ্ত হওয়ার স্টেশনগুলিচে সহজ বোর্ডিং ও ডি-বোর্ডিঙের সুব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছিল।

ভক্তদের ফেরত যাত্রা সহজ করে তুলতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১২ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে নিম্নলিখিত স্পেশাল ট্রেনগুলি পরিচালন করবে।

ট্রেন নং. ০৫৮৩২ (প্রয়াগরাজ-রাঙাপাড়া নর্থ) স্পেশাল ট্রেনটি প্রয়াগরাজ থেকে ১১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ১৭.৪০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ১২ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ২২.৫০ ঘণ্টায় রাঙাপাড়া নর্থ পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০৭৫৪১ (কাটিহার-দৌরাম মধেপুরা) স্পেশাল কাটিহার থেকে ১৯.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে একই দিনে ২২.০০ ঘণ্টায় দৌরাম মধেপুরা পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০৭৫৪০ (কাটিহার-মনিহারি) স্পেশাল কাটিহার থেকে ২০.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ২১.৩০ ঘণ্টায় মনিহারি পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০৫৭৪১ (গোমতিনগর-নিউ জলপাইগুড়ি) স্পেশাল গোমতিনগর থেকে ১১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ০৯.২০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১২ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ১০.৪৫ ঘণ্টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০৫৬৩৮ (শিলচর-নাহরলগুন) স্পেশাল শিলচর থেকে ১১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ১৩.৫০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ১২ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ০৮.৪০ ঘণ্টায় নাহরলগুন পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০৫৬৩৭ (নাহরলগুন-শিলচর) স্পেশাল নাহরলগুন থেকে ১০.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৫.২০ ঘণ্টায় শিলচর পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০৫৬৩৫ (শ্রী গঙ্গানগর-গুয়াহাটি) স্পেশাল শ্রীগঙ্গানগর থেকে ১০ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ১৩.২০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ১২ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ১০.২০ ঘণ্টায় কাটিহার পৌঁছবে এবং ১৩ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ০০.২৫ ঘণ্টায় কাটিহার পৌঁছবে গুয়াহাটি পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০৫৬৯৮ (গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগুড়ি) স্পেশাল গুয়াহাটি থেকে ২৩.৫৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৮.১৫ ঘণ্টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছবে।

ভিড়ের মরসুমে যাত্রীদের জন্য সুরক্ষিত ও উপভোগ্য ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সময়ে সময়ে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সরকারি সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচিও পরিচালনা করা হয়েছে।

সন্দীপের জামিনের মামলা শুনল না আদালত

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি.স.): আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ধৃত সন্দীপ ঘোষ এবং অন্যান্যদের 'বেআইনি ভাবে আটকে রাখা'-র অভিযোগ গুরুত্ব পেল না কলকাতা হাইকোর্টে।

গত ৭ অক্টোবর নিম্ন আদালতের নির্দেশ ছিল ২১ অক্টোবর এই মামলায় আদালতে হাজির করাতে হবে সন্দীপ ঘোষ এবং এই মামলায় অন্যান্য অভিযুক্তদের। কিন্তু তা করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে সিবিআই-এর তরফে স্পেশাল সিবিআই কোর্টের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। এরপরেই সন্দীপ ঘোষ 'বেআইনি ভাবে আটকে রাখা'-র অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জামিনের আবেদনের মামলা শুনলই না কলকাতা হাইকোর্ট। আর জি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় তাঁর জামিনের আবেদন শুনতে চায়নি বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের সিঙ্গল বেঞ্চ। বিচারপতির নির্দেশ, নিম্ন আদালতেই এ নিয়ে আবেদন করতে হবে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে। এ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত। কলকাতা হাইকোর্ট এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে না।

বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশে জানিয়েছেন, এই বিষয়ে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতেই আবেদন জানাতে হবে সন্দীপ ঘোষকে। মেয়াদ শেষের পর তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়েছে নাকি হয়নি, সেই বিষয়ে বিচার করতে পারে একমাত্র নিম্ন আদালত। হাইকোর্ট এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

আর জি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখা তদন্ত করছে। হাসপাতালের মেডিক্যাল ওয়েস্ট, টেন্ডার, মেডিক্যালের সরঞ্জাম-সহ একাধিক ক্ষেত্রে সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। যার তদন্তে নেমে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে দীর্ঘদিন জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হয়েছিল।

সেই মামলায় বর্তমানে সন্দীপ ঘোষ জেল হেফাজতে রয়েছেন। শেষবার ৭ অক্টোবর তাঁকে আলিপুরে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে পেশ করেছিল তদন্তকারী সংস্থা। ১৪ দিনের জেল হেফাজতের মেয়াদ শেষ হয়েছে গত ২১ অক্টোবর। ওইদিন ফের তাঁকে আদালতে পেশ করতে হত। সন্দীপের আইনজীবীর অভিযোগ, তাঁর মক্কেলকে সিবিআই আদালতে পেশ করেনি।

উল্লেখ্য, এ নিয়ে পূজাবকাশকালীন বেঞ্চে প্রথমে আবেদন করা হয়েছিল। পূজাবকাশকালীন বেঞ্চ মামলাটি রেগুলার বেঞ্চে পাঠিয়ে দেয়। সেখানেও সন্দীপের জামিনের মামলা শুনল না আদালত।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানাতে পাহাড়বাসীর ঢল

বাগডোগরা, ১১ নভেম্বর (হি.স.): সোমবার দুপুরে বাগডোগরা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানাতে নেমেছিল পাহাড়বাসীর ঢল। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ের বিভিন্ন উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধিরাও।

এর পর বাগডোগরা থেকে সড়কপথে কার্শিয়াংয়ের রিচমন্ড হিলের উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার পাহাড় সফরে গিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে দুপুরেই বাগডোগরা পৌঁছন তিনি। এর পর মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টেয় দার্জিলিংয়ে জিটিএ সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা মমতার। পাহাড়ের উন্নয়নে জিটিএ'র সদস্যদের কোনও নতুন নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী দেবেন কি না সেই দিকেও চোখ রয়েছে পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলের। এর পর আগামী ১৩ তারিখ, বুধবার দুপুরে দার্জিলিং চৌরাস্তায় সরস মেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। শেষে দু'দিনের পাহাড় সফর সেরে আগামী ১৪ নভেম্বর শিলিগুড়ি হয়ে কলকাতায় ফিরবেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পর কলকাতায় ফিরেই আগামী ১৫ নভেম্বর বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজারহাটে আদিবাসী ভবনে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মমতা।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই সফরে রয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, উদয়ন গুহ-সহ অন্যরা।

গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল এক মহিলার

দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ১১ নভেম্বর (হি.স.): সোমবার সকালে সুভাষগ্রামে মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনায় মারা যান এক মহিলা। মৃতার নাম পিয়ালী নাথ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত মহিলার বাড়ি সোনারপুর থানার সুভাষগ্রাম নাথ পাড়ার বাসিন্দা। ঘটনাটি ঘটে কোদালিয়া সখেরবাজার এলাকায়। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নতদন্তে পাঠায় পুলিশ।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সোমবার সকালে সন্তানকে স্কুলে দিয়ে, দোকানে কাজের জন্য সাইকেল নিয়ে জানকী নাথ বসু রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন পিয়ালী নাথ। সেই সময় আচমকাই পিছন দিক থেকে একটি চারচাকা গাড়ি দ্রুত গতিতে এসে তাঁর সাইকেলে ধাক্কা মারে। গাড়ির ধাক্কায় ওই মহিলা রাস্তার উপরে পড়ে যান। তখন তাঁর শরীরের উপর দিয়েই চলে যায় গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় ওই মহিলার।

One Time Financial Supoort সম্পর্কিতত্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা তপশিলী জাতি ভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীদের জানানো যাইতেছে যে রাজ্য সরকারের তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের ঘোষিত, প্রকল্প অনুযায়ী ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী আর্থিকভাবে দুর্বল তপশিলী জাত্তি ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের. সরকার অনুমোদিত যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পেশাগত পাঠ্যক্রম পড়ানুনার করার জন্য যে সকল ছাত্র/ছাত্রী কমপক্ষে ২ (দুই) বছরের পাঠ্যক্রমের জন্য সরকার অনুমোদিত রাজ্যের এবং রাজ্যের বাইরের যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠনে ২০২৩-২৪ সালে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে শর্ত সাপেক্ষে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে এককালীন আর্থিক সহায়তা (One Time Financial Supoort) ১০০,০০০/-(একলক্ষ টাকা) পাওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়ে প্রথম কিস্তির ৫০,০০০/- টাকা ইতি মধ্যে সরাসরি ব্যংক একাউন্টের মাধ্যমে পেয়েগেছেন তাদেরকে ২য় কিস্তির ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পাওয়ার জন্য আগামী ০৭/০৩/২০২৫ ইং তারিখের মধ্যে bms.tripura.gov.in (Citizen mode) online এরমাধ্যমে renewal এর জন্য আবেদন করে আবেদন পত্রটির প্রত্যায়িত নকল এবং Uploaded Document এর প্রত্যায়িত নকল সহ আগামী ১০/০৩/২০২৫ ইং তারিখের মধ্যে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরে জমা দিতে হবে।

ICA/D-1223/24

জয়ন্ত দে
অধিকর্তা
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকাব

Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd.
Agartala Dairy; P.O. Indranagar;
Agartala 799006, Tripura
Phone (0381) 235-0419/3524; Fax (0381) 2358430
e-mail : tripuramilkunion@yahoo.com ; http://gomatimilkunion.com

GMU/PUR/ALUM/2020-2021// 5 86 Dated 07.11.2024

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Short Quotation is invited from bonafide Indian suppliers/ reputed Indian Manufacturer for supply of the Potassium Alum, KAL (SO,)2, Crystal for Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd.Agartala Dairy; P.O. Indranagar; Agartala 799006, Tripura West. Interested Indian Suppliers/ reputed Indian Manufacturer are requested to submit their rate inclusive all taxes within 22.11.2024 till 5.00 p.m by courier or speed post, by hand in superscribing "QUOTATION FOR POTASSIUM ALUM, KAL (SO,)2, CRYSTAL" addressing Chief Managing Director with above office address. This offer will be opened on 23.11.2024 at 03.00 p.m, or next working day.

Details may also be seen in notice board of Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd. and in Website of GCMPUL. (www.gomatimilkunion.com).

ICA/C-2363/24

Memon Dhar
hief Managing Director

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: ePT-53/EE/RD/KGT/DIV/DRAIN/SM/GP/2024-25 dated 06.11.24

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti Tripura invites Percentaae rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 11.00 A.M. of 20/11/2024 for01 no. work. For details visit website https://tripuratenders.gov.in / eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e- mail eenikgt@gmail.com . Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-2363/24

Laxman Das
Executive Engineer
RD Kumarghat Division

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 30/NIT/EE/PWD/AMP/2024-25
Dated: 06-11-2024
Memo No.F.TC-I(P-I)/EE/PWD/AMP/6369-6437

Cost of Tender form: Rs.4,000.00/- (Four thousand) only.
Dated : 06-11-2024
Last date and time for document downloading and bidding: -16-11-2024 upto 15.00 hrs. Time and date for opening of bid: 16-11-2024 at 16:00 hrs. (if possible.)

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Class of Bidder
1	DNIT-82/NIT/SE-III/R/2024-25	Rs.58,24,264.00	Rs. 1,16,485.00	180 Days	Appropriate Class
2	DNIT-83/NIT/SE-III/R/2024-25	Rs.71,12,306.00	Rs.1,42,246.00	180 Days	

Tender can also be seen in the website https//tripuratenders. ov.1nN.
All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD(R&B) office in office hours.

ICA/C-2958/29

For and on behalf of Governor of Tripura

Executive Engineet
Amarpur
Division, PWD(R&B)

মঙ্গলবার উজ্জয়িনী ও লুধিয়ানা সফরে উপরাষ্ট্রপতি ধনখড়

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.): উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী এবং পঞ্জাবের লুধিয়ানা সফরে যাবেন। জানা গেছে, মঙ্গলবার উপরাষ্ট্রপতি উজ্জয়িনীতে তাঁর একদিনের সফরে কালিদাস সংস্কৃত একাডেমিতে আয়োজিত সর্বভারতীয় কালিদাস সমারোহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

এছাড়াও এদিনই তিনি পঞ্জাবের লুধিয়ানায় একদিনের সফরে যাবেন। তার সফরকালে উপরাষ্ট্রপতি লুধিয়ানার পঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। পাশাপাশি লুধিয়ানার একটি স্কুলেও জগদীপ ধনখড় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে।

পাকিস্তানে একাধিক জঙ্গি গ্রেফতার

করাচি, ১১ নভেম্বর (হি.স.): বালুচিস্তানে দুই আত্মঘাতী জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী। দুজনেই করাচিতে হামলার পরিকল্পনা করছিল বলে জানা গেছে।

সূত্রের খবর, বালুচিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে নিরাপত্তা বাহিনী তাদের গ্রেফতার করে। দুই জঙ্গিই করাচিতে সেনা ও বিদেশি নাগরিকদের ওপর হামলার পরিকল্পনা করছিল বলে অভিযোগ। এছাড়াও করাচি বিমানবন্দর চীনের ইঞ্জিনিয়ারদের উপর আত্মঘাতী হামলা করার ছক কষা মূল পরিকল্পনাকারী জঙ্গিকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থান থেকে আরও চারজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্বামী-স্ত্রীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য মহম্মদবাজারে

বীরভূম, ১১ নভেম্বর (হি.স.): সোমবার সাতসকালে স্বামী-স্ত্রীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বীরভূমের মহম্মদবাজার এলাকার কুমোরপুর গ্রামে। প্রাথমিক অনুমান, স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুনের পর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন স্বামী।

তবে কী কারণে এমন ঘটনা, তা নিয়ে ধন্দে পরিবার। পুলিশ খবর পেয়ে দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসবাদ করে কিনারা করার চেষ্টায় তদন্তকারীরা।

মৃত সাতাশ বছরের তিথি অঙ্কুর ও বছর চল্লিশের সঞ্জীব অঙ্কুর। কুমোরপুর গ্রামের বাসিন্দা তিথির দ্বিতীয়বার বিয়ে হয় চন্দ্রপুর থানা এলাকার তাঁতিপাড়ার বাসিন্দা সঞ্জীবের সঙ্গে। তিথির প্রথমপক্ষে দুই সন্তান রয়েছে। আর দ্বিতীয় পক্ষে তিথি-সঞ্জীবের আড়াই বছরের এক মেয়ে আছে।

তিথির বাবা সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, রবিবার মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনিদের নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল। তাই তাঁদের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তিনি। তিথি ও সঞ্জীবের পাশের ঘরে ছিল তিন ছেলেমেয়ে।

মাঝরাতে আড়াই বছরের মেয়েটি কেঁদে ওঠে। তাকে পাশের ঘরে মায়ের কাছে দিতে গিয়েছিল ছেলেরা। তখনই রোমহর্ষক দৃশ্য তাদের চোখে পড়ে।

মৃত তিথির বাবা জানান, মেয়ে-জামাইয়ের মধ্যে মাঝেমাঝে ঝগড়া হতো। তবে তা যে এমন একটা চরম পরিণতি হবে, ভাবতেও পারেনি কেউ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুনের পর সঞ্জীব আত্মঘাতী হয়েছেন।

দেহ দুটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে সঠিক কারণ জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এর ১৩৬ তম জন্মবার্ষিকী কলকাতা পুরভবনেই

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পন্ডিত মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এর ১৩৬ তম জন্মবার্ষিকী সাড়ম্বরে পালিত হয়। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে - মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। কর্মকান্ড ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। সোমবার জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হল কলকাতা পুরসভার সদর দফতর কেন্দ্রীয় পুরভবনে। তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। পুরসভার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তথা উপ প্রবন্ধক আর সি মুর্মু জানান, এই উপলক্ষে কাউন্সিল চেম্বারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানেই মেয়র পৌছে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, এরপর কলকাতায় জাতীয় শিক্ষা দিবস উপলক্ষে সন্ধ্যায় দুটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মেয়র। মোমিনপুর ও খিদিরপুরে মৌলানা আজাদ এডুকেশন লাইব্রেরি এক অনুষ্ঠানেও মেয়রে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন।

বনগাঁয় প্রকাশ্য রাস্তায় ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি, চাঞ্চল্য

উত্তর ২৪ পরগনা, ১১ নভেম্বর (হি.স.): সোমবার সকালে বনগাঁর কালুপুরের গুলিতে জখম হয়েছেন এক ব্যবসায়ী। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে বনগাঁর কালুপুরের একটি মাছের ভেড়িতে গুলিতে জখম হন অসিত অধিকারী নামে এক ব্যবসায়ী। তিনি বনগাঁর বক্সীপল্লি এলাকার বাসিন্দা। তাঁর পিঠে গুলি লাগে। তাঁকে প্রথমে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল ও পরে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

সোমবার সকালে কালুপুরের ওই মাছের ভেড়ি থেকে ফিরছিলেন অসিত। তখনই এক আততায়ী বাইকে করে এসে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। লুটিয়ে পড়েন ওই ব্যবসায়ী। স্থানীয়দের দাবি, দুই রাউন্ড গুলি চালানো হয়। তার মধ্যে একটি গুলি ব্যবসায়ীর পিঠে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে বনগাঁ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

কী কারণে ওই ব্যবসায়ীর উপর হামলা চালানো হল, তা এখনও জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বনগাঁ থানার পুলিশ। স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আততায়ী যুবকের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি।

সোমবার মেয়র দীপক মজুমদার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা পরিদর্শন করেন। এবং এর নিরশনের ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পাঁচ খাবার: জ্বর সেরে ওঠার পর মুখের অরুচি দূর করতে পারে

মরসুম বদল মানেই ঘরে ঘরে সর্দি, কাশি, জ্বরের সমস্যা। এই সময়ে ভাইরাল জ্বর, ফ্লু-তে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকেই। আর জ্বর, সর্দি মানেই খাবারের প্রতি অনীহা। মুখে তিতকুটে ভাব। চিকিৎসকেরা বলেন, এই ধরনের জ্বর হলে শরীর দুর্বলও হয়ে পড়ে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তাই চটপট সেরে উঠতে গেলে ভাল-মন্দ খাবার খাওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু মুখে যদি স্বাদ না-ই থাকে, তা হলে খাবেনই বা কী? দুর্বলতা কাটিয়ে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে গেলে এই সময়ে প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া জরুরি। পাশপাশি শরীরে জলের জোগান যেন থাকে, সেই দিকেও খেয়াল রাখতে হয়। এমন পাঁচ খাবারের সন্ধান দেওয়া রইল এখানে।

১) খিচুড়ি

চাল, ডালের মিশ্রণে তৈরি সহজপাচ্য এই খাবার শিশু থেকে বয়স্ক সকলের জন্যই উপযোগী। কার্বোবাইড্রেট, প্রোটিনের উত হিসেবে খিচুড়ি বেশ ভালই। শরীরে শক্তির জোগান দেওয়ার পাশপাশি মুখের অরুচিও দূর করতে সাহায্য করে এই খাবার।

২) দই

অন্ত্র ভাল রাখতে সাহায্য করে দই। জ্বরের সময়ে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। তাই তা আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনতে দই খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা।

৩) ডালিয়া গমের কণা দিয়ে তৈরি এই খাবার অত্যন্ত সহজপাচ্য। গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন এবং খনিজে ভরপুর এই খাবার স্বাদ এবং স্বাস্থ্য দুইয়েরই খেয়াল রাখে।

৪) ডাল

জ্বরের সময়ে ভাত, রুটি বা পাউরুটি খেতে ইচ্ছে না করলে শুধু ডাল সেদ্ধ করেও খাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের উত হল ডাল। এই খাবারটি শরীরে শক্তির জোগান দিতে সাহায্য করে।

৫) স্যুপ

শরীরে পর্যাপ্ত জলের জোগান দিতে জ্বরের সময় তরল খাবার বেশি করে খেতে বলেন চিকিতক থেকে পুষ্টিবিদেরা। বিভিন্ন সব্জি, মুরগির মাংস দিয়ে তৈরি স্যুপ মুখের স্বাদ এবং স্বাস্থ্য দুইয়ের জন্যেই সমান উপকারী।

ধূমপান করলে শরীরে কী ধরনের ক্ষতি হয়

ধূমপান করলে শরীরে কী ধরনের ক্ষতি হয়, তা প্রায় সকলেই জানেন। তাই অনেক চেষ্টা করে ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করেছেন। পরোক্ষ ভাবেও যাতে শরীরে তার প্রভাব না পড়ে, তাই ধূমপায়ীদের আশপাশে থাকেন না। কিন্তু তাতে নাকি লাভের লাভ কিছুই হচ্ছে না! কেন জানেন? চিকিতকেরা বলছেন, ঘণ্টা দুয়েক এক ভাবে চেয়ারে বসে অথবা শুয়ে থাকলে শরীরে ধূমপান করার মতোই ক্ষতি হতে পারে।

টাইপ ২ ডায়াবিটিস, হার্টের সমস্যা, উদ্বেগ থেকে অবসাদ এ সবের কারণ হতে পারে একটানা বসে অথবা শুয়ে থাকার অভ্যাস। দীর্ঘ ক্ষণ চেয়ারে বসে থাকলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে?

১) পা এবং নিতম্বের পেশি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। যার ফলে বেশি ক্ষণ দাঁড়াতে কষ্ট হয়। দেহের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে।

২) দীর্ঘ ক্ষণ এক ভাবে বসে থাকলে দেহে চর্বি জমতে থাকে। অঙ্গ সঞ্চালনের অভাবে হজমেরও সমস্যা দেখা দেয়।

৩) পা, নিতম্বের মতো কোমর এবং পিঠের পেশিও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে অস্থিসন্ধির সমস্যায় ভুগতে হয়। ভুল ভঙ্গিতে বসার অভ্যাসেও নানা রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৪) একটানা অনেক ক্ষণ বসে থাকলে মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে বলে মনে করেন অনেকেই। এই বিষয়ে অবশ্য কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে শরীরচর্চা না করলে অবসাদ বেড়ে যেতে পারে, সে কথা প্রমাণিত।

৫) দীর্ঘ ক্ষণ বসে থাকলে হার্টের সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সপ্তাহে ২৩ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় বসে বসে টিভি দেখেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে কার্ডিয়োভাসকুলার রোগের প্রকোপ বেশি।

সর্দি-কাশি চাঙ্গা করার টনিক, স্যুপই

ভোরে কিংবা গভীর রাতে উত্তরে হাওয়ার শিরশিরানি টের পাওয়া যাচ্ছে বেশ। গলার কাছটা খুসখুসে ভাব। সর্দি হবে হবে ব্যাপার। এই সময়ে দিনে হোক বা রাতে, আপনাকে আরাম দিতে পারে একমাত্র একবাটি ইষদুষ্ণ, হালকা স্যুপ। ডিনারে হোক বা ব্রেকফাস্টে, গরম গরম স্যুপ কিন্তু দারুণ সুস্বাদু। পেটও যেমন ভরবে, তেমনি মনও। সঙ্গে যদি থাকে পুষ্টিগুণ, তাহলে সোনায় সোহাগা। তাহলে ঝটপট জেনে 'চাঙ্গায়নী সুধা'র রেসিপি।

উপকরণ-

মুরগির হাড়- আধ কেজি, মুরগির মাংস- আধ কেজি, চিনি- ২ টেবিল চামচ, লাল চিলি সস- ৫ টেবিল চামচ, চিংড়ি- আধ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার- ৬ টেবিল চামচ, হাঁসের ডিম- ৬টি, কাঁচালঙ্কার ফালি- ৪টি, লেমন গ্রাস- ৮ টুকরো, চিকেন স্যুপের স্টক- ১২ কাপ, নুন স্বাদমতো, লেবুর রস- ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালী-

মুরগির হাড় সেদ্ধ করে চিকেন স্যুপের স্টক ছেঁকে নিন। মুরগির মাংস ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। চিংড়ি ছোট ছোট টুকরো করে নিন। ডিম অল্প ফেটিয়ে নিন। কর্নফ্লাওয়ার এক কাপ জলে গুলে নিন। চিকেন স্টকে অর্ধেক গোলানো কর্নফ্লাওয়ার ও ডিম দিয়ে মিশিয়ে কাঁচালঙ্কা, মাংস, চিংড়ি, চিনি, চিলি সস, লেমন গ্রাস, লবণ দিয়ে নেড়ে নেড়ে মিশিয়ে নিন। আঁচে বসিয়ে হালকাভাবে ঘন ঘন নাড়তে থাকুন। অনবরত না নাড়লে ফেটে যাবে। মাঝারি আঁচে ১৫-১৭ মিনিট নেড়ে নেড়ে ফুটিয়ে আঁচ কমিয়ে দিন। ৩-৪ মিনিট পর লেবুর রস দিয়ে হালকাভাবে নেড়ে, প্রয়োজন হলে আরও চিলি সস ও নুন মেশান। গরম-গরম পরিবেশন করুন।

গলা খুশখুশ করলে কিংবা সর্দি-কাশি হলে এই পিপার সাওয়ার স্যুপ কিন্তু দারুণ অস্ত্র। এবার জানুন ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ানোর মন্ত্র। যাতে পেটও ভরে আবার পুষ্টিগুণও দারুণ।

উপকরণ-

সেদ্ধ মুরগির মাংস- সিকি কাপ, সয়া অয়েল- ২ চা চামচ, সেদ্ধ নুডলস- আধ কাপ, নারকেলের দুধ- ৪ কাপ, কাজুবাদাম কুচি- ৩ টেবিল চামচ, অঙ্কুরিত ডাল- সিকি কাপ, কচি পিঁয়াজ- ৪টি, কাঁচালঙ্কা- ১টি, সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো- সিকি চা চামচ, চিনি- আধা চা চামচ, বড় টমেটো- ১টি, পিঁয়াজকুচি- ২টি, রসুনকুচি- আধ চা চামচ, জিরেগুঁড়ো- আধ চা-চামচ, ধনেপাতা সামান্য ও শুকনো মরিচের গুঁড়ো- সিকি চা চামচ।

প্রণালী-

ফ্রাইং প্যানে তেল দিয়ে কাজুবাদাম, কাঁচালঙ্কা, জিরে, রসুন ও পিঁয়াজ দিয়ে ৪ মিনিট ভেজে এতে টমেটো টুকরো করে দিন। নেড়ে ১ চা-চামচ চিনি, নুন, গোলমরিচ ও নারকেলের পাতলা দুধ দিন। একবার ফুটে উঠলেই আঁচ কমিয়ে মৃদু আঁচে ৬-৮ মিনিট রেখে ওভেন থেকে নামিয়ে রাখুন, যেন গরম থাকে। অঙ্কুরিত ডাল ঝাঁজরিতে নিয়ে ফুটিয়ে রাখা জলে ১ মিনিট রেখে, তুলে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিন। মাংস ছোট টুকরো করে কেটে নিন। চারটি স্যুপের বাটিতে সেদ্ধ নুডলস সমান ভাগ করে নিয়ে নুডলসের উপরে অঙ্কুরিত ডাল, মাংস, কচি পিঁয়াজ দিয়ে ২ টেবিল চামচ ঘন নারকেলের দুধ দিন। গরম নারকেলের স্যুপের মধ্যে কাঁচালঙ্কা ও ধনেপাতা ছড়িয়ে দিলেই তৈরি চিকেন নুডলস স্যুপ।

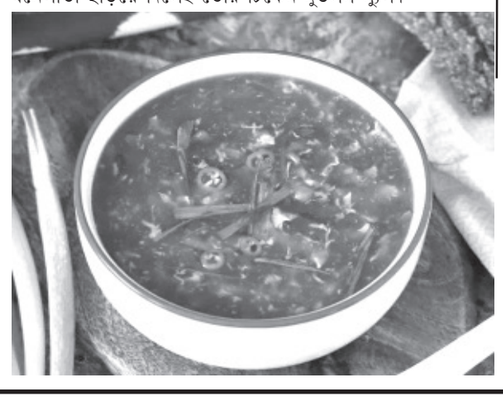

পরিপূরক খাদ্যপণ্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কী?

তাহলে নিউট্রাসিউটিক্যালের ব্যবহারের প্রয়োজন কী? আসলে এটার পরিমাণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন একটি কাঁচা টম্যাটো খেলে কিছু পরিমাণে লাইকোপিন পাওয়া যায়। এটি একটি ক্যানসার প্রতিরোধী যৌগ কিন্তু এই পরিমাণ লাইকোপিন যথেষ্ট নয়। গাজরের লাল স্ট্রেনে প্রোভিটামিন-এ, ক্যারোটিনয়েড, আলফা এবং বিটা-ক্যারোটিন ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে লাইকোপিন থাকে। এটি একটি কার্যকরী খাদ্য হিসাবে ভাবা যেতে পার। কারণ, অপরিহার্য ভিটামিন-এ প্রদানের পাশাপাশি এটি লাইকোপিনের কার্যকলাপ সহ শরীরে অনাক্রমণ প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্রকলিতেও গ্লুকোরাফেনিন নামক একটি যৌগও রয়েছে, যা ক্যানসার প্রতিরোধী যৌগ সালফোরাফেনে তৈরি করে। কিন্তু সবজি সিদ্ধ করলে ব্রকোলির উপকারিতা কমে যায়। ডালিম ফলে আছে উচ্চ ঔষধি মূল্যের ফাইটোকেমিক্যাল (উদ্ভিদজাত যৌগ)।

এগুলি স্বাস্থ্য উপকারী এবং রোগ প্রতিরোধকারী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্ভাবনার জন্য প্রশংসিত। পলিফেনল সমৃদ্ধ ডালিমের রস এল ডি এল কে অক্সিডেশন (জারণ) থেকে রক্ষা করে, যা ধমনী শক্ত করার জন্য দায়ী। ফল এবং খোসায় উপস্থিত পুনিক্যালাজিন একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, কার্ডিওভাসকুলারের ফাংশন এবং সঠিক কোষীয় প্রতিলিপি রক্ষা করে। এটি আংশিকভাবে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্যকলাপের জন্য দায়ী। রঙিন আঙুর রয়েছে অ্যান্থোসায়ানিন, প্রোঅ্যান্থোসায়ানিডিন, স্টিলবেন (রেসভেরাট্রল), পলিফেনোল (ক্যাটিচিন) এবং ফেনোলিক অ্যাসিড (গ্যালিক এবং এলাজিক অ্যাসিড) ইত্যাদি।

এগুলি স্বাস্থ্যের উপকারী পদার্থ। জাম ফলের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্যকলাপ অ্যান্থোসায়ানিন সহ অন্যান্য মোট ফেনোলিক যৌগের জন্য হয়। তরমুজ একটি অল্প অ্যামিনো অ্যাসিড যেমন সিট্রুলাইনের একটি সমৃদ্ধ উৎস। যা একটি সম্ভাব্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভাসোডিলেটর (রক্তের প্রবাহ নিয়ন্ত্রক)। এটি লাইকোপিনের উৎসও বটে। আমলা ফলে রয়েছে অধিক পরিমাণে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড (ভিটামিন- সি), যা কমলার তুলনায় ২০ গুণ বেশি। এটিতে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পলিফেনল যেমন ফ্ল্যাভোনয়েড, কেমফেরল, এলাজিক অ্যাসিড, ফিলেম্বলিন (ইথাইল গ্যালেট) এবং গ্যালিক অ্যাসিড রয়েছে। সাধারণভাবে নিউট্রাসিউটিক্যালের জৈব উপলব্ধতার পাশাপাশি স্বাস্থ্য উপকারী নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সাধারণভাবে, বায়োঅ্যাকটিভ যৌগ বা মিশ্রণে স্বাস্থ্যের উপকারী গুণের দাবিগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন। পেশাদার স্বাস্থ্য চিকিৎসক ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ফাইটোকেমিক্যালের ভূমিকা স্বীকার করছেন। স্বাস্থ্য-সচেতন ভোক্তারা তাঁদের নিজস্ব স্বাস্থ্য এবং মঙ্গলের জন্য কার্যকরী এবং সংমিশ্রণযুক্ত খাদ্য পণ্যের সন্ধান করছে। সুস্থ্যতা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতিতে নিউট্রাসিউটিক্যাল এবং কার্যকরী খাবারের প্রভূত সম্ভাবনা বিবেচনা করে, ফিউশন পণ্যগুলিতে সুনির্দিষ্ট নিউট্রাসিউটিক্যাল গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি যেমন পিলিং, যান্ত্রিক ক্রাশিং, নিষ্কাশন তাপমাত্রা, ব্লাঞ্চিং, হট ব্রেকিং, ভ্যাকুয়াম ইমপ্রেগনেশন, ফ্রিজ-ড্রাইং এবং হিমায়িত স্টোরেজ ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের গুণমান এবং আন্টি-অক্সিডেন্টের উপর অভাবনীয় প্রভাব ফেলতে পারে।

উপস্থিতিতে দীর্ঘস্থায়ী রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিতে পারে। কালো বা বেগুনি গাজর (ডেকাস কারোটা) এবং বাঁধাকপি (ব্রাসিকা অলারেসিয়া) অ্যান্থোসায়ানিনের অন্যতম প্রধান উৎস যা কালো গাজরকে গাঢ় বেগুনি রঙের কারণ। বিভিন্ন রঙের মরিচে ক্যারোটিনয়েড ছাড়াও, মরিচের ঝাঁঝালো স্বাদ ক্যাপসাইসিনয়েড গ্রুপের যৌগের উপস্থিতির লক্ষ্য করা যায়। আজকাল ক্যাপসাইসিন ০.০২৫ থেকে ০.০৭৫ শতাংশ মলমগুলিতে ব্যবহৃত হয়। যা ছোটখাটো ব্যথা যেমন পেশির, জয়েন্টের, পিঠের, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথিক এবং অস্টিওআর্থারাইটিস ব্যথা, স্ট্রেন এবং হাড় মচকোনো ইত্যাদির উপশমে ব্যবহৃত হয়। ব্রকোলিতে থাকে যৌগ ৩, ৩'-ডি- ইন্ডোলিলমিথেন যা অ্যান্টি-ভাইরাল, অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ক্যানসার

মাটি ছাড়া সম্ভব চাষ

'মাটিবিহীন চাষ প্রযুক্তির' একটি পদ্ধতি হাইড্রোপনিক্স। এটি একটি শিল্পকলা এবং আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি, যার দ্বারা মাটি ছাড়া যে কোনও পাত্রে বা আধারে খনিজ খাদ্য দ্রবণ জলে গুলে শাকসবজি, স্যালাড জাতীয় ফসল, দানাশস্য, ফুল, ফল, বাহারি গাছপালা, ভেষজ গাছগাছড়ার সহজে কম সময়ে বেশি ফলন-সহ চাষবাস করা সম্ভব। লিখেছেন রাজ্য কৃষি পরিচালন ও সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (স্যামেটি)-এর কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বরিষ্ঠ অধ্যাপক ড় সৌরেন্দ্রনাথ দাস।

হাইড্রোপনিক্স কথাটি এসেছে দুটি গ্রিক শব্দ থেকে। Hydro মানে জল ও Ponos মানে কাজ করা অর্থাৎ জল নিয়ে কাজ। দ্রবণীয় খাদ্য উপাদান (নিউট্রি কালচার) ব্যবহারের মাধ্যমে চাষ। একে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যথা কেমিকালচার, কৃত্রিম বৃদ্ধি, মাটিবিহীন কৃষি, অ্যাকোয়াকালচার (দ্রবণীয় খাদ্য) ব্যবহার করে গাছপালার চাষ, অলোরি কালচার বা সবজি চাষ এবং ট্যাংক ফার্মিং ইত্যাদি।

হাইড্রোপনিক্স হচ্ছে জলের কাজ যার দ্বারা সহজ পদ্ধতিতে বিভিন্ন আকৃতির পাত্রে বালি, মুড়ি, পাথর, ইটভাঙ্গা বস্তু, পারলাইট, ভার্মিকিউলাইট ইত্যাদি জড়বস্তুর উপর বীজ বপন বা চারা লাগিয়ে চটজলদি খাদ্য ফসল (শাকসবজি), তণ্ডুল জাতীয় ফসল (ধান, গম), ক্ষুদ্র দানাশস্য (মিলেট জাতীয় ফসল), ভেষজ গাছ-গাছড়া, ফুল-ফল ইত্যাদি চাষ করা সম্ভব। এটি হচ্ছে প্রকৃতি এবং প্রযুক্তির একসঙ্গে আনয়ন। হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে গাছ মাটি বিহীন আধারের খাদ্যদ্রব্যে যথাযথ পরিমাণে ব্যবহারের সাহায্যে বৃদ্ধি লাভ করে। যাতে গাছের বৃদ্ধির জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় মৌলিক পদার্থ যথাযথ ঘনীকরণ অবস্থায় শিকড় দ্বারা গ্রহণ করে।

উদ্দেশ্য: এই মাটিবিহীন চাষের উদ্দেশ্যগুলি হল

* গ্রাম ও শহরের জমিহীন জনগণকে এই বিকল্প পদ্ধতিতে চাষের আওতায় আনা।
* পারিবারিক শ্রম কাজে লাগিয়ে বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।
* প্রতিকূল পরিবেশে খাদ্যের যোগান ঠিক রাখা সম্ভব।
* বিভিন্ন শাকসবজি, দানাশস্য, ফুল-ফল, স্যালাড জাতীয় ফসল, ভেষজ গাছ-গাছড়ার চাষ হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ছড়িয়ে দেওয়া।

হাইড্রোপনিক্সের সুবিধা

হাইড্রোপনিক্স এর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক এই দুটোই বৈজ্ঞানিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যার সঙ্গে উদ্ভিদ শারীরবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্যান বিজ্ঞান, শস্যবিজ্ঞান এবং বিবিধ পরিবেশগত ও রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ফসল হিসেবে যথাযথ নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় চাষ করা হয়।

হাইড্রোপনিক্সের ইতিহাস * ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হাইড্রোপনিক্স-এর মূলনীতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাচীন ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগানে দৃশ্যমান। * ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দে সৃষ্ট টেনোকটিটলান হ্রদের জলাভূমিতে অ্যাজটেক্স-এর ভাসমান বাগান। যা এখন মেক্সিকোর বিশাল সেন্ট্রাল ভ্যালিতে অবস্থিত। * ১২০০ শতাব্দীর শেষে মার্কো পোলো চীনে ঝুলন্ত বাগানের দৃশ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। * ১৬২০ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস বেকন তাঁর একগুচ্ছ হাইড্রোপনিক্স গবেষণায় মাটিহিন বাগানে চাষের কথা বলে গেছেন। * ১৬৯৯ সালে অন্য এক ইংরেজ বিজ্ঞানী জন উডওয়ার্ড নিজের গবেষণার উপসংহারে বলেন যে গাছের সঠিক বৃদ্ধি জলের সাথে খাদ্য উপাদান পরিপোষকের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে হয়। কিন্তু পাতিত (ডিসটিল্ড) জলে ভাল হয় না। * ১৯৩০ সালে উইলিয়াম জেরিক, বার্কেলের বিজ্ঞানী মাটি বিহীন বাগানের সুবিধার প্রদর্শন ক্ষেত্র দেখা। হাইড্রোপনিক্স-এর সাথে তাঁর নামের সুখ্যাতি জড়িয়ে গেছে। * ১৯৩৮ সালে অন্য আরও দুইজ বার্কেলের বিজ্ঞানী ডেনিশ হোগল্যান্ড ও ড্যানিয়েল আর্ননের লেখা হাইড্রোপনিক্স সম্বন্ধে 'দ্যা ওয়াটার কালচার মেথড ফর গ্রোইং প্ল্যান্ট উইদাউট সয়েল' খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাটিবিহীন চাষবাসের প্রযুক্তি ব্যবহার করে টাটকা সবুজ ফসল চাষ হচ্ছে। নিউইয়র্কের বিশাল বিশাল বহু তল বাড়ির ছাদে, কার্নিশে, ব্যালকনি, জানালা, অব্যবহৃত খাদ্য গুদামে চলছে হাইড্রোপনিক্স প্রযুক্তির চাষ। ফ্রান্স, আমেরিকা, চিন, জাপান আধুনিক হাইড্রোপনিক্স চাষ প্রযুক্তির মাধ্যমে নানাবিধ সবজি ও ফসল উৎপাদন দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে। বর্তমানে আমাদের বিভিন্ন শহরের প্রাত্যহিক নাগরিক জীবনে বেশ কিছু বাড়ির ছাদের আয়তন অনুযায়ী ছোট বা বৃহদাকার হাইড্রোপনিক্স পদ্ধতিতে বাগান চাষ করে বিভিন্ন শাকসবজি, ফুল-ফল, দানাশস্য। ভেষজ গাছগাছড়ার চাষও শুরু হয়েছে। সারা বছর ধরে এখানে উৎপাদন হচ্ছে পুষ্টিকর কালো টম্যাটো এবং নানাবিধ শাক সবজির উন্নত জাত, লম্বা টম্যাটো, ব্লু বেরি ইত্যাদি। ভিটামিন সি এবং উচ্চ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপযোগী ফসল।

চাষের কলাকৌশল ও বিভিন্ন পদ্ধতি

প্রধানত দুই ধরনের কৌশলে হাইড্রোপনিক্সের চাষ হয়। ১) দ্রবণ চাষ (সলিউশন কালচার) এবং ২) মাধ্যম চাষ (মিডিয়াম কালচার)। দ্রবণ চাষে কোন কঠিন মাধ্যম (সলিড মিডিয়াম) শিকড়ের জন্য

ব্যবহার করা হয় না। শুধুমাত্র নিউট্রিয়েন্ট সলিউশন ব্যবহার করা হয়। মাধ্যম চাষ পদ্ধতিতে একটি কঠিন মাধ্যম উদ্ভিদের শিকড়কে ধরে রাখার জন্য থাকে এবং এটি বিভিন্ন প্রকারের হয়। যথা বালি চাষ, গ্রাভেল পালন (পাথরের টুকরো, ঝামা পাথর, শিলাগুটি দিয়ে চাষ) রকউল, ভার্মিকিউলাইট, পারলাইট চাষ, নারকেলের ছোবড়ার আঁশ/ তন্তু/ ধানের তুষ/ চিনাবাদামের মোড়ক প্রভৃতি। আগামী ১৫ বছরের মধ্যে আমাদের খাদ্য চাহিদার স্বপ্ন পূরণে প্রতিটি ঘরে এবং জমির মালিককে এই সর্বাধুনিক প্রযুক্তি কলাকৌশল ভারতের সর্বত্র সম্প্রসারণ করা। প্রতিটি কৃষকের দুঃখ দুর্দশা ঘুচে আগামী ওই সময়ের মধ্যে এই 'কাটিং এজ টেকনোলজি'/ প্রযুক্তির যোগান দেওয়া। প্রতিটি ভারতবাসী যেন বলতে পারেন 'এটি আমাদের গর্ব, ভারতের একজন কৃষক হিসেবে আমি গর্বিত'। হাইড্রোপনিক্স প্রযুক্তির সুবিধা * মাটিতে ফসল চাষের থেকে এতে অনেক বেশি ফলন লাভ। * খুব কম সময়ে ফসলের খুব দ্রুত বৃদ্ধি ও সময়ের সাশ্রয় হবে। * চাষে খরচ অনেক কম। প্রতিদিন টাটকা সবজি পেতে পারি। * কোনও আগাছা তোলার ব্যাপার নেই। আর্থিক সাশ্রয় হবে কিছুটা। * মাটিকর্ষণের মতো কঠিন শ্রম নেই। বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তিরা সহজে এই কাজে যুক্ত হতে পারেন। * যেখানে সাধারণ সম্ভব নয়, সেখানে হাইড্রোপনিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রিন হাউসের মধ্যে সংরক্ষিত চাষ সম্ভব। * চাষিদের চাষের জমি না থাকলেও বাড়ির ছাদে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বেশি ফলন ফলানো সম্ভব। এতে জায়গা পুরোপুরি বাঁচানো যাবে। * শহরে বা গ্রামে নিজের বসতবাটির ছাদ, অব্যবহৃত গুদামঘর, পতিত জমিকে শস্যশ্যামেলা করা যাবে। * সারা বছর ধরে ঘরের চাহিদা পূরণে সবজি ও অন্যান্য ফসলের চাষ যেমন; ফল, ফুল, ভেষজ উদ্ভিদ, স্যালাড জাতীয় সবজি, বাহারি ফুল ও বিভিন্ন গাছপালা চাষ করা যাবে। * অতিরিক্ত ফসল বাজারে বিক্রি করে আয় বাড়ানো সম্ভব। * পরিবারের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি ঠিক রাখতে সাহায্য করে। * খুব বেশি লাভজনক, সহজ সরল চাষ পদ্ধতি টাটকা খাদ্যশস্য যোগানের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক রাখে। * বাণিজ্যিক চাষের পরিকল্পনা করে শহর বা শহরতলির ফ্ল্যাটে, বাড়ির ছাদ, ব্যালকনি, জানালার ধারে, কার্নিশে সবজি, ফুলের চাষ সম্ভব। * শহরের বাসিন্দা এবং কাজের লোকেরা বিশেষ করে শিল্পাঞ্চলের এলাকার তাদের বৃহৎ বারান্দায় ব্যবহার কমই করে থাকেন। এইসব জায়গায় হাইড্রোপনিক্স প্রযুক্তির সাহায্যে নিত্যদিন স্বাস্থ্যকর সবুজ ফসল কম খরচে ফলাতে পারেন।

* মরুভূমি, পাথুরে এবং শুখা এলাকায়, পার্বত্য জেলাগুলিতে বা অনুর্বর বন্ধা জমিতে হাইড্রোকনিক্স প্রযুক্তিতে প্রচুর তাজা ফসল ফলানো সম্ভব।
* এই পদ্ধতি একটি চিত্তাকর্ষক শখ এবং লাভজনক পেশা হিসেবে প্রতিটি দেশের মানুষের ঘরে ঘরে সম্প্রসারিত হবে।

হাইড্রোপনিক্সের বিভিন্ন বাধা ও সমস্যা * হাইড্রোপনিক্স বাগান চাষে দরকার সব সময় একাগ্রতাযুক্ত প্রতিশ্রুতি। * অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা জরুরি। * হঠাৎ ব্যবস্থা পদ্ধতির ব্যর্থতা উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। * প্রাথমিকভাবে খরচ অনেকটা বেশি। * বদ্ধ পদ্ধতিতে জলের সংযুক্তির মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া হয় বলে খুব অল্প সময়ে কৃষি শত্রুর আক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। * এক ভাবে পর্যবেক্ষণ জরুরি। * শস্যখেতের (ফিল্ড কন্ডিশন) তুলনায় এখানে উৎপাদন কিছুটা সীমিত।

মাটিবিহীন বাগান চাষের আকর্ষণীয় ব্যবহার হচ্ছে প্রকৃতি, জৈবিক কৃষি ও উদ্যান যত ফসলের বিজ্ঞান বিষয়ে গভীর জ্ঞানের সমন্বয়। তাই হাইড্রোপনিক্স পদ্ধতিতে চাষ প্রকৃত বিস্ময়কর, অল্প সময়ে অধিক পরিমাণে বিভিন্ন ফসলের ফলন পাওয়া যায়। তাই এর বাণিজ্যিক চাষবাস সারাবিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ভারতে এই হাইড্রোপনিক্স বা মাটিবিহীন চাষ ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা (আইসিএআর), বিভিন্ন রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও আরও অন্যান্য গবেষণা সংস্থা, রাজ্য কৃষি দপ্তর গুলি এ বিষয়ে বিভিন্ন কলাকৌশল বা খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি জানিয়ে এই চাষের অপরিহার্যতা বাড়িয়ে তুলবে।

সোমবার আগরতলায় ডিওয়াইএফআইয়ের গণকনভেশন আয়োজিত হয়।

জমি তৈরি করেও আলু বীজ বসাতে মাথায় হাত চাষীদের

দুর্গাপুর, ১১ নভেম্বর(হি.স.) : রাসায়নিক সার সঙ্কট। পিছন দরাজায় চলছে অবাধে কালোবাজারি। চড়া দামে বিকোচ্ছে রাসায়নিক সার। জমি তৈরি করেও আলু বীজ বসাতে বিপাকে পড়েছে রাজ্যের চাষিরা। শীতকালীন চাষের শুরুতেই মাথায় হাত পড়েছে চাষিদের। কালোবাজারি রুখতে রাজ্য সরকারের ব্যার্থতাকে দায়ী করছে কৃষক সভা। দুই বর্ধমানের দামোদর ও অজয় নদ তীরবর্তী মানাচর অন্যতম চাষাবাদ। একই সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান ও বাঁকুড়ার জেলার একপ্রকার অর্থনীতির অন্যতম উৎস চাষাবাদ। বর্তমান সময়ে যেকোনও চাষে রাসায়নিক সারের ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। ধান, গম, সরষে থেকে শুরু করে আলু, পেয়াঁজ শীতকালীন সবরকম সবজি চাষে রাসায়নিক ব্যাবহার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। চলতি বছর দফায় দফায় ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক দুযোগে চাষে প্রচুর লোকসান হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের। তাই চলতি বছর শীতকালীন মুনাফার আশায় কোমর বেঁধে আলু চাষে নেমেছে চাষিরা। মরশুমের শুরুতেই মুলত আলু চাষ হয়। নভেম্বর গোড়া থেকে অনুকূল
আবহাওয়ায় হাসি ফুটেছিল চাষিদের। মুনাফার আশায় আলু চাষের জমি তৈরি করে। সেই মতো অনেক চাষি আগাম বীজও কিনে নেয়। এপর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। কিন্তু, ভালো ফলনের জন্য আলু বীজ বসানোর সময় জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়। মূলত ভারত এনপিকে ১০:২৬:২৬ র মতো রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে চাষিরা। আলু চাষে বেশি ব্যাবহারের জন্য এনপিকে ১০:২৬:২৬ সারের চাহিদা প্রচুর। আর ওই রাসায়নিক সার কিনতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ চাষিদের। সমবায়ে সার নেই। খোলাবাজারের সদর দরজায় সার অমিল। আবার পিছনের দরজায় অর্থাৎ কালোবাজারে চড়া দামে দেদার বিকোচ্ছে এনপিকে ১০:২৬:২৬ মতো রাসায়নিক সার। নতুন নিয়মে ক্রেতার ফিঙ্গার প্রিন্ট নেওয়া হয়। অভিযোগ, তাতে মোবাইলে প্যাকেটের মুদ্রিত দামের ম্যাসেজ আসছে। অথচ বাড়তি দাম নেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়। কালোবাজারি যাতে ধরতে না পারে, তার জন্য খুবই সজাগ ও সতর্কতার সঙ্গে কাজ করছে সার ব্যাবসায়ীরা। ফোন পে কিংবা অন লাইনে কোনরকম পেমেন্ট গ্রাহ্য করছে না। আবার কোথাও ম্যান ম্যাড সঙ্কট তৈরি করা হচ্ছে। দরত্ব সীমানা লাগোয়া এক জেলার চাষিদের অন্য জেলা রাসায়নিক সার দেওয়া হচ্ছে না। আর তার জেরে অমানবিক সঙ্কটের মুখে পড়েছে রাজ্যের আলু চাষিরা। রাজ্যের পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর সহ বিস্তীর্ণ অংশে আলু লাগানোর মরশুমে রাসায়নিক সারের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, রাসায়নিক সারের সঙ্কট ''ম্যানমেড''। পিছনের দরজায় অবাধে চড়া দামে বিকোচ্ছে রাসায়নিক সার। রমরমিয়ে 'কালোবাজারি' চলছে বলে অভিযোগ। যেখানে এনপিকে ১০:২৬:২৬ এর মুদ্রিত দাম বস্তা পিছু ১৪৭০ টাকা। সেখানে বিক্রি হচ্ছে ১৯০০ থেকে ২০০০ টাকায়। অতিরিক্ত দাম নিলেও কোন 'রসিদ' দেওয়া হচ্ছে না, এমনকি অনলাইন পেমেন্ট নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। আলু লাগানোর মরশুম, তাই বাধ্য হয়েই কৃষিজীবি মানুষ ওই অতিরিক্ত দাম দিয়েই ওই রাসায়নিক সার কিনতে বাধ্য হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন দামোদর তীরবর্তী মানাচরের চাষিরা।
তাদের অভিযোগ,'ভালো ফলনের জন্য আলু বীজ বসানোর আগে এনপিকে ১০:২৬:২৬ সার দেওয়া আবশ্যিক। কিন্তু, গুরুত্বপুর্ন ওই রাসায়নিক সারের কৃত্রিম সঙ্কট দেখাচ্ছে সার ব্যাবসায়ীরা। আবার একটু বেশি দাম দিলেই পিছনের দরজায় পর্য্যাপ্ত মিলছে ওই সার।' চাষিরা জানান,' চলতি বছর চাষে চরম লোকসান হয়েছে। ওই লোকসানের ঘাটতি মেটাতে আলু চাষের ওপর ভরসা করছিলাম। আলু চাষে বিঘাতে কমপক্ষে তিন বস্তা সার প্রয়োজন। কিন্তু, রাসায়নিক সারের সঙ্কট যেমন রয়েছে। তেমনই কালোবাজারের দামে মাথায় হাত পড়েছে। কীভাবে চাষ করব দুঃশ্চিন্তায়।' দামোদরের দুই তীরবর্তী, বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের নিত্যানন্দপুর, রাধামোহন পুর, পলাশডাঙা, কসবা মানা, রাঙামাটি, ডিহিপাড়া, বেশিয়া, মানাচর, মেজিয়া ব্লকের সোনাইচন্ডীপুর, বিহারি মানা। বড়জোড়া ব্লকের পল্লীশ্রী, মাঝের মানা, ঢাকা পাড়া সহ বিস্তীর্ন অঞ্চলে প্রায় ১০ হাজার হেক্টরের বেশি
জমিতে আলু চাষ করে রাধামোহনপুরের গৌতম মন্ডল, সোনাইচন্ডীপুরের সুফল বিশ্বাস, দুলাল মাহালি প্রমুখ চাষিরা একরাশ ক্ষোভ উগরে জানান,' চলতি বছর দফায় দফায় ঘূর্নিঝড় ও ভারি বর্ষার দরুন ফসল মাঠে নষ্ট হয়েছে। তাই চলতি বছর আলু চাষ ভালো হবে বলে আশায় রয়েছি। মুনাফাও হবে। সেইমত জমিতে চাষ দেওয়া মাটি তৈরি করেছি। আলু বীজ ক্রমবর্ধমান হলেও পাওয়া গেছে। কিন্তু এনপিকে ১০:২৬:২৬ সার অমিল। বাঁকুড়ার সোনামুখী, বড়জোড়া, মেজিয়া বেলিয়াতোড়, দুর্গাপুরের বাঁকুড়া মোড়, ভিড়িঙ্গি, পানাগড়, গলসী, বুদবুদে খোলাবাজারে ১৯০০-২০০০ টাকা বস্তা নিচ্ছে। আবার ইউরিয়া বস্তা পিছু ২৬৬ টাকা মুদ্রিত হলেও, ৩৫০-৩৬০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। আবার আপত্তি তুললেই, কোনওরকম সারই দিচ্ছে না। উল্টে ভবিষ্যতে দোকানে ঢুকতে নিষেধ করছে। এককথায় চাষিদের প্রতি শোষন, জুলুম চলছে।' মানাচরের বঞ্চিত চাষিরা জানান,' বর্ধমানে গলসী ব্লকের কিছু এলাকায় ওই সার রয়েছে। বাঁকুড়া জেলার নাগরিক হওয়া সেখানে সার দিচ্ছে না। অথচ সবজি বিক্রি সহ সদর বাজার গলসী, বুদবুদ, পানাগড় এলাকা। তাই আলু চাষে বিপাকে পড়েছি। দুঃশ্চিন্তায় রয়েছি।' সিপিএমের কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার বলেন,' বামফ্রন্টের সময় সমবায় মাধ্যমে রাসায়নিক সার বিক্রি হত। গরিব মানুষ ঋণ পেত। এখনকার সরকার সেসব সমবায় ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। সমবায়ের বদলে ব্যাবসায়ীদের মাধ্যমে সার বিক্রি হচ্ছে। ম্যানম্যড কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করা হয়েছে। তার জেরে কালোবাজারি বাড়ছে। গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমবায়ের বোর্ড গঠন হত। এখন একজন করে প্রশাসক বসিয়ে দিয়ে সমবায় ব্যাবস্থাটাকে ভেঙে দিয়েছে। এভাবে চললে কৃষকদের আলু চাষে খুবই শোচনীয় অবস্থা। সর্বত্রই হাহাকার শুরু হয়েছে। সরকারের কোন নজরদারি নেই। সমবায় ব্যাবস্থা ফিরিয়ে আনা না হলে চাষীদের আরও দুর্ভোগ বাড়বে।' তিনি আরও বলেন,' সারের কালোবাজারি রুখতে রাজ্য সরকার সম্পুর্ন ব্যার্থ। রাসায়নিক সারের জোগান কম থাকলে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে আদায় করে নেবে। কিন্তু রাজ্য সরকারের কোনও
চেষ্টা নেই। সম্পুর্ন উদাসীন। সারের কালোবাজারি রুখতে না পারলে আলু চাষ আরও কম হবে। ফলে আগামী বছর আলুর সঙ্কট দেখা দেবে। ফলে আলুর দাম আরও বাড়বে। সাধারন মানুষের দুর্দশা বাড়বে।' যদিও রাসায়নিক সারের সঙ্কটের বিষয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন,' রাসায়নিক সারের কালোবাজারি রুখতে কড়া নজরদারি চলছে। সুনির্দিষ্ট ডিলার কিংবা বিক্রেতার নামে অভিযোগ পাওয়া গেলে, অবশ্যই ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।'

রোমার কোচের দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত হলেন ইউরিচ

রোমা, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : রোমার কোচের দায়িত্বে দুই মাসও থাকতে পারলেন না ইউরিচ ন গত ১৮ সেপ্টেম্বর তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল। দুমাস যেতে না যেতেই রবিবার কোচ ইউরিচকে বরখাস্ত করে দিল ইতালিয়ান ক্লাব রোমা। চলতি মরসুমে দ্বিতীয়বার কোচ ছাঁটাই করল রোমা। সেরি আ-তে রবিবার বোলোনিয়ার কাছে রোমার হারের পরই কোচ ইউরিচকে বিদায় করে দিল রোমা। ক্রোয়েশিয়ার প্রাক্তন এই মিডফিল্ডার ছিলেন আট মাসের মধ্যে রোমার তৃতীয় কোচ।

তিনসুকিয়ার লিডো বাজারে আগুন, ক্ষতিগ্রস্ত নির্মীয়মাণ পাকা বাড়ি

তিনসুকিয়া (অসম), ১১ নভেম্বর (হি.স.) : তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত লিডো বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গোটা জেলা জুড়ে আজ সোমবার ভোর পাঁচটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত ১২ ঘন্টার বনধ চলছে। বনধ ডেকেছে অল মরান স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এবং অল আসাম মটক যুব ছাত্র সম্মেলনী। জেলায় বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের মধ্যে সকাল প্রায় ১১:৪০টার দিকে লিডো বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়।
জনৈক গুভিন ছেত্রীর মালিকানাধীন নির্মীয়মাণ একটি পাকা বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ফায়ার ব্রিগেড ইউনিট এবং লিডো ফাঁড়ি থেকে পুলিশ কর্মীদের এক দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে। আগুন নেভানোর ফলে আরও বড় ক্ষতি রোধ করতে সফল হয়েছেন ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা।
এদিকে স্থানীয় বাসিন্দা ডিবি ছেত্রী জানান, আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট অথবা টায়ারের মতো দাহ্য নির্মাণ সামগ্রী বা শাটারিং সরঞ্জাম থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে।

দিল্লি-সাহারানপুর সড়কে পথ দুর্ঘটনায় বিমান বাহিনীর জওয়ানের মৃত্যু

বাগপত, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের বাগপত জেলার দিল্লি-সাহারানপুর সড়কে পথ দুর্ঘটনায় এক বিমান বাহিনীর জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে খবর দিলে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
রামালা পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার রাতে, বায়ুসেনার জওয়ান সুনীল কাশ্যপ একটি বাইকে করে দেরাদুনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। দিল্লি-সাহারানপুর হাইওয়ের রামালা থানা এলাকার টোল প্লাজার কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথে একটি ট্র্যাক্টর ট্রলি এবং একটি পিকআপ গাড়ির সাথে তাঁর ধাক্কা লাগে। পুলিশ জানিয়েছে, সংঘর্ষের কারণে বাইকটি পড়ে গিয়ে আগুন ধরে যায়, এবং বাইকে আরোহী জওয়ান গুরুতর আহত হয়।

কাছাড়ে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় হত একই পরিবারের দুই মহিলা সহ চার, সংকটজনক এক

শিলচর (অসম), ১১ নভেম্বর (হি.স.) : ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের গৃহিণী, গৃহকর্তা, তাঁদের ছেলে ও মেয়ে সহ মোট চারজনের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। একই দুর্ঘটনায় আরও একজনকে সংকটজনক অবস্থায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তিনি নিহত চারজনের পাশের বাড়ির অটোচালক তেহির হোসেন।
নিহতরা কালাইনের পার্শবর্তী ভৈরবপুর দ্বিতীয় খণ্ডের হাতিরগড় ময়নারগ্রামের বাসিন্দা জাকির হোসেন (৫০), তাঁর স্ত্রী রেজিয়া বেগম (৪৫), তাঁদের মেয়ে রেহানা বেগম (২১), ছেলে আমির হোসেন (২৫)। জানা গেছে, আগামী সপ্তাহে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল রেহানার।
এদিকে মর্মান্তিক এই সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবাদে শিলচর-কালাইন এনইসি সড়কের রানিঘাটে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। উত্তেজিত জনতার সড়ক অবরোধে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বড়খলার রানিঘাট এলাকা।
জানা গিয়েছে, আজ সকাল ১১টা নাগাদ কাছাড় জেলার বড়খলা বিধনসভা এলাকার রানিঘাটে আলতাফ সেতু সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে।
কালাইনের পার্শবর্তী ভৈরবপুর দ্বিতীয় খণ্ডের হাতিরগড় ময়নারপার গ্রাম থেকে এসএস ১১ ইসি ৫৬৬৯ নম্বরের অটো রিকশা রিজার্ভে ভাড়া করে জেলা সদর শিলচর শহরে আসার পথে রানিঘাটে বিপরীত দিক থেকে দ্রুত গতিতে আগত এএস ১১ ডিসি ৮৪২৭ নম্বরের সাদা রঙের একট বলেরো পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। বলেরো পিকআপের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে যায় অটোটি। অটোযাত্রীরা ছিটকে পড়েন রাস্তায়। দুজনের মাথার মগজ বেরিয়ে রাস্তায় পড়েছে। ঘটনাস্থলেই একই পরিবারের চারজনের তাৎক্ষণিক মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সকাল থেকেই সড়কে যানবাহনের চাপ ছিল। বলেরো পিকআপটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আসছিল এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী অটোর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষ এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, অটোর অগ্রভাগ সম্পূর্ণভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। দুর্ঘটনা সংঘটিত করে সঙ্গে সঙ্গেই বলেরো পিকআপের চালক পালিয়ে যায়।
মৃতদেহগুলো রাস্তায় রেখে সড়ক অবরোধে নামেন স্থানীয় ক্ষুব্ধ জনতা। দুর্ঘটনাস্থল শিলচর-কালাইন সড়কের রানিঘাটে অবরোধ গড়ে তুলেন তাঁরা। উত্তেজিত জনতার দাবি, প্রশাসনকে দ্রুত এই মর্মান্তিক ঘটনায় মৃত পরিবারবর্গকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং অভিশপ্ত বলেরো পিকআপ গাড়ির চালক ও মালিকের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো। স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, দুর্ঘটনার পর আহত অবস্থায় অটোচালক দীর্ঘক্ষণ সড়কে পড়ে থাকলেও ১০৮ অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে সময়মতো পৌঁছয়নি। অনেকবার ফোন করা সত্ত্বেও জরুরি মুহূর্তে পরিষেবার অভাব জনসাধারণের মনে অসন্তোষের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।
কাছাড় জেলার পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো উত্তেজিত জনতার সাথে কথা বলে তাঁদের আশ্বস্ত করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। পুলিশের হস্তক্ষেপে এবং পুলিশ সুপারের আশ্বাসে কিছুটা শান্ত হন এলাকাবাসী। অবশেষে দুটা নাগাদ সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করেন ক্ষুব্ধ জনতা।
পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো বলেন, 'এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং পলাতক চালককে ধরার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে উপযুক্ত সাহায্যের জন্য আমরা সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করব।'
বর্তমানে এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ প্রশাসন এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করেছে যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারকে সহায়তার আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে।

বিজেপি সরকার গঠন হলে ঝাড়খণ্ডে অনুপ্রবেশ বন্ধ করব, আশ্বাস অমিত শাহের

সরাইকেলা, ১১ নভেম্বর (হি.স.): বিজেপি সরকার গঠন হলে ঝাড়খণ্ডে অনুপ্রবেশ বন্ধ করব। আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার ঝাড়খণ্ডের সরাইকেলায় এক বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে অমিত শাহ বলেছেন, সমগ্র ঝাড়খণ্ড এবং বিশেষ করে আদিবাসী এলাকা এখন অনুপ্রবেশে বিপর্যস্ত। আমাদের চম্পই সোরেন অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গ তুললে হেমন্তবাবু বলেন, আপনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিন। আদিবাসীদের জনসংখ্যা কমছে, আমাদের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে জমি দখল চলছে। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, বিজেপি সরকার গঠন করুন, আমরা অনুপ্রবেশ বন্ধ করব। আমরা একটি আইন আনব, অনুপ্রবেশকারীরা আদিবাসী মেয়েকে বিয়ে করলেও তাদের জমি অনুপ্রবেশকারীদের নামে থাকবে না এবং কেড়ে নেওয়া জমিও ফেরত পাবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'কংগ্রেস সর্বদা আদিবাসীদের অপমান করেছে। স্বাধীনতার পর ৭৫ বছরে কোনও আদিবাসী রাষ্ট্রপতি হননি। মোদীজি প্রথমবারের মতো একজন দরিদ্র আদিবাসীর মেয়ে শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মুকে দেশের রাষ্ট্রপতি করেছেন।' অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'এইমাত্র কংগ্রেস মহারাষ্ট্রে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তাঁরা মুসলমানদের সংরক্ষণ করব। যদি তাঁরা মুসলমানদের সংরক্ষণ দেয়, তাহলে আদিবাসী, দলিত ও অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণ কাটতে হবে। কিন্তু চিন্তা করবেন না, আমরা আদিবাসী, দলিত এবং অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণকে স্পর্শ করতে দেব না।'

ভোট পরবর্তী হিংসায় জামিন চারজনকে, সিবিআইকে ভর্ৎসনা শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : ভোট পরবর্তী হিংসায় প্রথম জামিন। বড় ধাক্কা খেল সিবিআই। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে যে একাধিক হিংসার ঘটনা ঘটেছিল, তা নিয়েই মামলা গড়িয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলাতেই এবার প্রথম জামিন। ৪ অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় ৩ বছর পর সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন নদিয়ার চার অভিযুক্ত। ২০২১ সালে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের পর হিংসার অভিযোগে এদের গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। সেই মামলায় অবশেষে জামিন পেলেন কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানার বাসিন্দা আশু মুখোপাধ্যায় ওরফে বাবুসোনা, আজহার শেখ, রাজেন্দ্র শর্মা, সুরেশ পারসি ওরফে লালা।
শুধু তাই নয়, এই মামলায় তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে আদালতের তোপের মুখে পড়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।
একুশের বিধানসভা ভোটে বড়সড় ব্যবধানে জয়ী হয় তৃণমূল। তৃণমূল তৃতীয়বার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ভোট পরবর্তী হিংসার একাধিক অভিযোগ ওঠে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যাচারের অভিযোগ তুলে সরব হয় বিরোধীরা। মূলত বিজেপি।
এর পর কলকাতা হাই কোর্টে একের পর এক মামলা দায়ের হয়। পরবর্তীতে কলকাতা হাই কোর্ট খুন, ধর্ষণের মতো ঘটনার তদন্তভার দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইকে। দীর্ঘদিন ধরে চলছে সেই মামলা।
সোমবার সুপ্রিম কোর্টে জামিনের বিরোধিতা করে সিবিআই। নির্বাচন পরবর্তী মামলায় সিবিআই এর তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজুর বক্তব্য, এরা প্রত্যেকেই খুনের আসামী। এ ধরনের আসামীদের জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত। শীর্ষ আদালতে সিবিআই বলে, "অভিযুক্তরা অস্ত্র ব্যবহার করেছে। একজনের বুলেট আঘাত রয়েছে"। তবে দীর্ঘ তিন বছর কেটে যাওয়ার পরও বিচার প্রক্রিয়া শুরু না হওয়ায় এবং তিন বছর ধরে অভিযুক্তরা জেলে থাকার কারণেই জামিন মঞ্জুর করে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, "তিন বছর ধরে অভিযুক্তরা জেলে আছে। ৭৩ জন প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে এতদিনে মাত্র ৬ জনের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে"। এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং অগাস্টিন জর্জ মসিহ।

গয়েরকাটায় জঙ্গলে ঘাস কাটতে গিয়ে বাইসনের হানায় মৃত্যু বৃদ্ধের

গয়েরকাটা, ১১ নভেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ি জেলার মোরাঘাট বনাঞ্চলের অন্তর্গত এসএমজি টু কম্পার্টমেন্টে বাইসনের হানায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। আহত হয়েছেন আরও একজন। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম সুমারু মহম্মদ। আহত গুরুদেব রায় হাসপাতালে ভর্তি।
এদিন বানারহাট ব্লকের দক্ষিণ শালবাড়ি এলাকার চারজন মোরাঘাট জঙ্গলে ঘাস কাটার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। সেইসময় একটি বাইসন তাদের উপর আক্রমণ করে। ঘটনায় দু'জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও একজনের বাইসনের হানায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বানারহাট থানার পুলিশ ও মোরাঘাট রেঞ্জের কর্মীরা। আহত অপরজনকে উদ্ধার করে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে।

কংগ্রেস ও জেএমএম-এর কাছে আদিবাসীরা শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্ক : অমিত শাহ

রাঁচি, ১১ নভেম্বর (হি.স.): কংগ্রেস ও জেএমএম-এর কাছে আদিবাসীরা শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্ক। ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে ভোটপ্রচারে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একইসঙ্গে অমিত শাহ বলেছেন, বিজেপি, এনডিএ আদিবাসীদের সম্মান করে। অমিত শাহ এদিন রাঁচির তমাড়-এ নির্বাচনী প্রচারে অমিত শাহ বলেছেন, 'সংরক্ষণ বাতিল করতে চলেছে কংগ্রেস। মহারাষ্ট্রে তাঁরা উলামাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যে তাঁরা মুসলমানদের সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচনা করবে। তেলেঙ্গানা এবং কর্ণাটকে ইতিমধ্যেই তাঁরা এই কাজটি করছে।'অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'এই নির্বাচনই ঝাড়খণ্ডের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। ঝাড়খণ্ডের ইন্ডি জোট সরকার গোটা রাজ্যকে তছনছ করে দিয়েছে। ঝাড়খণ্ড দেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ রাজ্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এখানকার মানুষ সবচেয়ে দরিদ্র। এখানকার সরকার অকেজো বলে যুবসমাজকে সারা দেশে কাজে যেতে হয়।'

আন্তঃ রাজ্য শিশু পাচার চক্রের হদিস হাওড়ার বি গার্ডেনে, হাতেনাতে ধৃত দুই

কলকাতা ১১ নভেম্বর (হি. স.) : আন্তঃ রাজ্য শিশু পাচার চক্রের হদিস মিলেছে। রাজ্য সচিবালয় নবান্নের নিকটেই। এই ঘটনায় এ পর্য্যন্ত হাতেনাতে দুজনকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। এ রাজ্যের গোয়েন্দাদের মতে, এতে জড়িত থাকতে পারে আরও অনেকে। এ জন্যই জেরা চলছে।সোমবার দুপুরে আলিপুরের ভবানী ভবনে এ নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে। ঘটনায় প্রকাশ, বি - গার্ডেন থানার পুলিশের কাছেও নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর আগাম পৌঁছে যায়। শালিমার স্টেশনে নিয়ে আসা হচ্ছে সদ্যোজাত শিশু মূলত পাচারের উদ্দেশ্যেই। নিরাপত্তা জোরদার করা হয় এবং সাদা পোশাকেও পুলিশ বাহিনী নজর রাখতে শুরু করে। অ্যান্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিট এর সদস্যরা গা ঢাকা দিয়ে বসে অপেক্ষায় ছিলেন স্টেশনের বাইরে। ডিএসপি পদমর‍্যাদার অফিসারের নেতৃত্বেই এই অপারেশন। এদিকে, বোটানিক্যাল থানার পুলিশ আরও জানান, এজেন্সি বোস রোড এলাকায় শিশু সমেত রবিবার সকালে তাদের ধরা পড়ার পরেই জেরা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে হাওড়া আদালতেও হাজির করানো হয়েছে।

যৌন কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত জেডিএস নেতা প্রজ্বল রেভান্নাকে জামিন দিল না সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.): যৌন কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত জেডিএস নেতা প্রজ্বল রেভান্নাকে জামিন দিল না সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ রেভান্নার জামিনের আবেদন খারিজ করেছে। প্রসঙ্গত, ২১ অক্টোবর হাইকোর্ট রেভান্নার জামিন নামঞ্জুর করে। হাইকোর্টের আদেশকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন রেভান্না।
উল্লেখ্য, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবগৌড়ার নাতি রেভান্নার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা এবং যৌন হয়রানির ভিডিও রেকর্ড করার মামলা রয়েছে। একাধিক মহিলা তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা এবং সেই ঘটনার ভিডিও বানানোর অভিযোগ জানানোর পরেই এই মামলা গুলি দায়ের করা হয়।

পশুপালন মন্ত্রী সুধাংশু দাসের নেতৃত্বে সোমবার এক বৈঠক আয়োজিত হয়।

সাহিত্য আকাদেমির নর্থ ইস্ট সেন্টার ফর ওরাল লিটারেচার-এর সহযোগিতায় আখ্যানের বিকেল”এর ”গল্প পাঠ ও আলোচনা” শীর্ষক সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর:সাহিত্য আকাদেমির নর্থ ইস্ট সেন্টার ফর ওরাল লিটারেচার-এর সহযোগিতায় আগরতলায় নেকল সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল লেখক-পাঠকদের যৌথ মঞ্চ ”আখ্যানের বিকেল”এর ”গল্প পাঠ ও আলোচনা” শীর্ষক সাহিত্য সভা।

লেখক পাঠকদের সমাগমে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে রাজ্যের বিশিষ্ট কবি অধ্যাপক প্রত্যুষ দেবের সভাপতিত্বে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন নেলকোর অধিকর্তা ড. নির্মল দাশ, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত কথাশিল্পী কিন্নর রায় এবং সাহিত্যিক শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত।

স্বাগত ভাষণে ড. নির্মল দাশ সংক্ষিপ্তভাবে এই রাজ্যের গদ্য সাহিত্যের এবং এই ধরণের অনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপর তাঁর মূল্যবান ও সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন।

আগরতলায়

● **প্রথম পাতার পর**

এবং পঞ্চায়েত দপ্তরের সচিব, ডা. সন্দীপ আর রাঠৌড় কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এই ধরণের সেমিনার আয়োজনের ক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে বেছে নেওয়ার জন্য এবং সেমিনারের গুরুত্ব সম্পর্কেও বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব মমতা ভর্মা অনলাইনে সেমিনারে যোগ দেন এবং সেমিনার সম্পর্কে মূল বক্তব্য প্রদান করেন। পঞ্চায়েত মন্ত্রকের অধিকর্তা রমিত মৌর্য্য সেমিনারের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন। যশোদা, পুনের ডিডিজি ড. কালশেট্টি পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানে প্রক্সি মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করেন।

সেমিনারে ত্রিপুরা পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা, প্রসূন দে সাম্প্রতিক অতীতে নারী ক্ষমতায়নের জন্য ত্রিপুরা পঞ্চায়েত দপ্তর কর্তৃক নেওয়া উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, এ বছরের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে, ত্রিপুরায় পাঁচটি পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে নারী-নির্ভর হয়ে উঠেছে। এই পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তারা হলেন মহিলা। পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি হল মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি, খিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, থাকছরা গ্রাম পঞ্চায়েত, করইয়ামুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, হালহুলি গ্রাম পঞ্চায়েত। এই পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্য হল মহিলারা যাতে শুধু অংশগ্রহণই না করে, পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণেও যাতে সাবলীলভাবে মুন্সিয়ানা দেখাতে পারে, যা মহিলাদের সামাজিক বিকাশে সহায়ক হবে। সেমিনারে পঞ্চায়েতের যুগ্ম অধিকর্তা, অসিত কুমার দাস, উদ্বোধনী পর্বের ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য পেশ করেন। সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর, আমন্ত্রিত বক্তারা নারী ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

আগামীকাল সেমিনারের দ্বিতীয় দিনে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রকের প্রতিনিধি দল মাতাবাড়ি আরডি ব্লকের অন্তর্গত হুলাক্ষেত গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জিরানিয়া আরডি ব্লকের অধীন পশ্চিম মজলিশপুর পরিদর্শন করে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধি সহ আধিকারিকদের সাথে মত বিনিময় করবেন।

জালে

● **প্রথম পাতার পর**

মালিক সিসি ক্যামেরা খতিয়ে চোরদের শনাক্ত করেন। পরবর্তী সময়ে বাড়ির মালিক থানায় মামলা দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে জয়নগর এলাকা থেকে প্রথমে দুইজনকে আটক করে পুলিশ। তাদের থানায় নিয়ে গিয়ে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে আরও তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে নগদ টাকা এবং স্বর্ণালঙ্কার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তাদের আদালতে তোলা হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সুরেশ রথী গোষ্ঠীকে বিএসই-র এসআইপি-তে ‘সেরা’-র স্বীকৃতি

মুম্বাই, ১১নভেম্বর (হি.স.): বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই) সুরেশ রথী গোষ্ঠীকে এসআইপি-তে (সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান) ‘শ্রেষ্ঠত্বের’ সম্মান জানিয়েছে। সংস্থার এই কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন বিএসই-র ব্যবস্থাপনা পরিচালক আর. সুন্দররামন। সুরেশ রথী গ্রুপের তরফে সোমবার জানানো হয়েছে, এই স্বীকৃতিকে সুন্দররামন সংস্থার ব্যতিক্রমী পরিষেবা এবং তার গ্রাহকদের আর্থিক ক্ষমতায়নের প্রতি অঙ্গীকারের প্রমাণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি জোর দিয়েছেন যে বিএসই এধরণের উদ্যোগগুলিকে স্বীকৃতি দিতে এবং উৎসাহিত করতে আগ্রহী। এসআইপি-র মাধ্যমে পরিকল্পিত বিনিয়োগ এবং দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ সৃষ্টিকে উৎসাহিত করে।এই উপলক্ষ্যে সুরেশ রথী গ্রুপের ডিরেক্টর ললিত মুন্দ্রা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই স্বীকৃতিকে তাদের গ্রাহকদের আর্থিক লক্ষ্য পূরণে তাদের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কোম্পানির বিপনন প্রধান দীপক শারদার মতে, এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে দলের কঠোর পরিশ্রম এবং গ্রাহকদের আস্থার জন্য এই অর্জন।

বিএসই সূত্রের খবর, ৪৩ বছর ধরে সংস্থার সফল উপস্থিতি এবং ১, ২৫,০০০ এর বেশি সন্তুষ্ট গ্রাহকের সঙ্গে সমঝোতা রেখে সুরেশ রাঠি সিকিউরিটিজ এসআইপি-র মাধ্যমে আর্থিক সাক্ষরতা এবং সুশৃঙ্খল বিনিয়োগ প্রচারে সক্রিয়। বিএসই-র এই স্বীকৃতি দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ সৃষ্টির জন্য একটি কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে এসআইপি-কে আরও বিস্তৃত করবে। সহায়ক হবে খুচরো বিনিয়োগকারীদের আর্থিক ভবিষ্যতের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ১৩৭ তম জন্মদিনে বিধানসভাতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ অধ্যক্ষের

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ১৩৭ তম জন্মদিন কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁকে স্মরণ করছে সমগ্র দেশবাসী। এ রাজ্যেও তা সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার লবিতে এই উপলক্ষে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায়। তিনি বলেন, পন্ডিত ছিলেন তিনি। সেইসঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত, তাঁর জন্মদিনে জাতীয় শিক্ষা দিবস হিসেবে আজকের এই দিনটি পালন করা হয়ে থাকে। বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, সচিব সুকুমার রায় সহ বিভাগীয় আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মীরাও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিধানসভাতে। সচিবালয়ের কর্মীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যরাও পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন।

নাবালিকার

● **প্রথম পাতার পর**

ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জখম দুই

● প্রথম পাতার পর

বিস্ফোরণে দুই কৃষক জখম হয়েছেন। আহত দুজনকে ইয়াইঙ্গাংপোকপি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে (পিএইচসি) নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। পুলিশের সূত্রটি জানিয়েছে, তাঁদের সঙ্গে ক্ষেতে ধান কাটতে ছিলেন আরও তিনজন। ওই তিনজনের খবর এখনও জানা যায়নি।

প্রসঙ্গত, গতকাল রবিবার সকাল প্রায় ৯:৩০টায় এক সঙ্গে ইমফল পূর্ব জেলার কয়েকটি গ্রামকে টার্গেট করে সশস্ত্র জঙ্গি দল একের পর এক আরপিজি-হামলা চালিয়েছে। জঙ্গিরা থামনাপোকপি, ইয়াইঙ্গাংপোকপি, সাবুংখোক, সানসাবি সহ একাধিক গ্রামে পাহাড়ের চূড়া থেকে অসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যে করে দফায় দফায় আরপিজি-হামলা চালিয়েছিল। থামনাপোকপি গ্রামে জঙ্গি এবং মহা রেজিমেন্ট, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) এবং স্থানীয় পুলিশের যৌথ নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে গুলি বিনিময়ও হয়েছে। জানা গেছে, গতকাল সংঘটিত গোলাগুলিতে মহা রেজিমেন্টের জনৈক জওয়ানের হাতে একটি গুলি লেগেছে।

যৌথ অভিযান

● **প্রথম পাতার পর**

চালকদের। গাড়িগুলোর জন্য পার্কিং জোনের জায়গা নির্ণয় করে দেওয়া হয়েছে বলে জানান ট্রাফিক এসপি মানিকলাল দাস।

ট্রাফিক পুলিশ সুপার মানিকলাল দাস আরো বলেন, সোমবার এই অভিযান রাজধানীর মোটর স্ট্যান্ড সহ কামান চৌমুহনী এলাকায় চলেছে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা যানজট মুক্ত রাখতে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

আমাদের মূল ভিত্তি হচ্ছে বাঁশ, রাবার, আগর, হসপিটিল্যাটি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। যেসকল ক্ষেত্রে আমরা আরও বিকাশের লক্ষ্য নিয়েছি। এমএসএমই (ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি উদ্যোগ) সেক্টরে আমাদের ফোকাস রাবার, বাঁশ, প্রাকৃতিক গ্যাস, কৃষি, উদ্যান, চা সহ একাধিক গুরুত্বপুর্ণ ক্ষেত্র। এমএসএমই আমাদের জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এটি রাজ্যের আর্থিক বুনিয়াদ মজবুত করে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। ত্রিপুরায় ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ৯৮ু মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ রয়েছে। এজন্য আমাদের অবশ্যই ক্ষুদ্র-শিল্পের উপর জোর দিতে হবে। এরমধ্যে প্রায় ২.৯৫ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। গত তিন বছরে ৬৬,৪৪৩টি সংস্থা রেজিস্ট্রি হয়েছে। যার মধ্যে ৬৫, ৫৮৩টি মাইক্রো, ৮০৩টি ছোট এবং ৫৭টি মাঝারি উদ্যোগ রয়েছে। বিনিয়োগকারীরা আসলেই ত্রিপুরার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা, স্টেট রাউন্ড টেবিল ২০২৩, নর্থইস্টার্ন গ্লোবাল ইনভেস্টর সামিট রোড শো ২০২৩, ত্রিপুরা রাবার কনক্লেভ ২০২৪ সহ অন্যান্য অনেক ইভেন্ট আয়োজন করা হয়েছিল। এই ইভেন্টগুলিতে ২১২ বিনিয়োগকারী অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রায় ৫,৯০০ কোটি টাকার অধিক মূল্যের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, টিআইডিসি চেয়ারম্যান নবাদল বনিক, সচিব কিরণ গিত্যে, অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি, কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অধিকর্তা ডঃ করমপাল সিং সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

শক্তিময় চক্রবর্তী

● **প্রথম পাতার পর**

রেড্ডি নাল্লু এই পদত্যাগ গ্রহণ করেছেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও পদত্যাগ পত্র স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

ধৃত ২

● **প্রথম পাতার পর**

করেছে এবং একটি বোলেরো গাড়িকে বাজেয়াপ্ত করেছে।

একদিনের সফরে হাফলং এলেন লাদাখে ষষ্ঠ তফশিলি আন্দোলনের অন্যতম নেতা পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংসুকি

হাফলং (অসম), ১১ নভেম্বর (হি.স.) : লাদাখের ষষ্ঠ তফশিলি আন্দোলনের অন্যতম নেতা পরিবেশবিদ তথা আমির খান অভিনীত থ্রি ইডিয়ট ছবিখ্যাত সোনম ওয়াংসুকি একদিনের সফরে ডিমা হাসাও জেলার সদর শহর হাফলং এসেছেন।

ষষ্ঠ তফশিলির অধীন ডিমা হাসাও জেলার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে অধ্যয়ন করতে সোনম ওয়াংসুকির পাহাড়ি এই জেলায় আগমন বলে জানা গেছে। সোমবার হাফলং এসে তিনি উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা এবং পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্যদের সঙ্গে ষষ্ঠ তফশিলির বিষয়ে আলোচনায় মিলিত হন।

এদিন তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর কার্বি স্টাডিজ এবং কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ষষ্ঠ তফশিলির ৭৫ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে ডিফুতে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। ওই সেমিনারে অংশ নিতে তিনি অসমে এসেছেন। হাতে একদিন সময় থাকায় তিনি ডিমা হাসাও জেলার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে অধ্যয়ন করতে হাফলং এসেছেন।

সোনম ওয়াংসুকি বলেন, ডিফুতে ষষ্ঠ তফশিলির ৭৫ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে যে সেমিনার হবে তার বিষয়বস্তু হচ্ছে জনজাতি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সংরক্ষণ, সামগ্রিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ।

ওয়াংসুক বলেন, ষষ্ঠ তফশিলির রূপায়ণ নিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হবেন এবং এই আলোচনা ৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে। তিনি বলেন, লাদাখে আমরা আমাদের সংস্কৃতি ও পরিবেশ বাঁচাতে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। লাদাখে কোনও লোকতন্ত্রের মঞ্চ নেই। লোকতন্ত্র-বঞ্চিত লাদাখ। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনায় লাদাখে লোকতন্ত্র কায়েম করতে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানান সোনম ওয়াংসুক।

আর জি কর-মামলার বিচারের প্রথম দিন এজলাসে আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালে ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় সোমবার থেকে ‘ইন ক্যামেরা’ বিচার শুরু হয়েছে। সাক্ষ্য দিতে শিয়ালদা আদালতে উপস্থিত ছিলেন নির্যাতিতার বাবা। ছিলেন নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভারও।

এই মামলায় অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আদালতে। দুপুর সওয়া ২টো নাগাদ অভিযুক্তকে এজলাসে নিয়ে যাওয়া হয়। শুরু হয় সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে শেষ হল প্রথম দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ।

এদিন এজলাসে উপস্থিত ছিলেন নির্যাতিতার এক প্রতিবেশী সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়ও। তিনি নিজেকে ‘কাকু’ বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। যদিও আর জি কর কাণ্ডের পর তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। সোমবার সঞ্জীববাবু দাবি করেন যে, তিনিও সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আদালতে গিয়েছেন।

আর জি কর হাসপাতালে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে শিয়ালদহ আদালতে। এই মামলায় প্রথম দুই সাক্ষী হিসাবে আদালতে বয়ান নথিবদ্ধ করাবেন নির্যাতিতার বাবা-মা। বয়ান নথিবদ্ধ করবে শিয়ালদা আদালত। এই মামলায় মোট ১২৮ জন সাক্ষী আছেন। এই ১২৮ জনের মধ্যে রয়েছেন জুনিয়র ডাক্তার, কলকাতা পুলিশ, ফরেন্সিক বিভাগের আধিকারিকেরাও। ধাপে ধাপে প্রত্যেকেরই বয়ান নথিবদ্ধ করা হবে। তবে সবার প্রথমে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সাক্ষ্যগ্রহণ করবে আদালত।

দুপুরে সিবিআইয়ের এক আধিকারিক নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাড়িতে গিয়ে সিবিআইয়ের গাড়িতে করেই নির্যাতিতার বাবাকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসের নিয়ে আসেন। সেখান থেকেই তাঁরা আদালতে যান। কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় আদালতে ঢোকেন নির্যাতিতার বাবা।

ফাঁসানোর তত্ত্বে অনড় সঞ্জয়, কে ফাঁসাচ্ছেন নামও জানালেন

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি.স.): ফের ফাঁসানোর তত্ত্বে অনড় রইলেন আর জি কর হাসপাতালে ডাক্তারি ছাত্রীকে ধর্ষণ-খুন কাণ্ডে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়। শুধু তাই নয়, কে ফাঁসিয়েছে এবার তার নামও জানাল অভিযুক্ত।

সোমবার থেকে শিয়ালদহ আদালতে শুরু হয়েছে আর জি কর ধর্ষণ-খুন কাণ্ডের শুনানি। সকালেই অভিযুক্ত সঞ্জয়কে নিয়ে আসা হয় আদালতে। সন্ধের মুখে কড়া পুলিশি প্রহরায় আদালত থেকে বেরানোর সময় প্রিজন ভ্যানের ভিতর থেকে সঞ্জয়কে চিৎকার করে বলতে শোনা যায়, ”আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে”।

গত সোমবারও একই দাবি করেছিলেন সঞ্জয়। তবে কে ফাঁসিয়েছে, এদিন তাও বলেছে সঞ্জয়। আর জি করে ডাক্তারি ছাত্রীকে ধর্ষণ-খুন কাণ্ডে ধৃত সঞ্জয় এদিন প্রিজন ভ্যানের ভিতরে থেকে চিৎকার করে বলতে থাকেন, ’আমাকে কলকাতার প্রাক্তন সিপি বিনীত গোয়েল এবং ডিসি স্পেশ্যাল ফাঁসিয়েছেন!’ সঞ্জয়ের দাবি, ’আমি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নই। ওনারা যোগসাজশ করে আমাকে ফাঁসালেন।’

সংবাদ মাধ্যমের তরফে সঞ্জয়কে এও জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে মূল অপরাধী কে? জবাবে আরজি করের ধর্ষণ-খুন কাণ্ডের প্রধান এবং একমাত্র অভিযুক্তর দাবি, ’প্রাক্তন সিপি বিনীত গোয়েল এবং ডিসি স্পেশ্যাল সব জানে। ওদেরকে জিজ্ঞেস করলেই সব জানা যাবে।’

জঙ্গি

● **প্রথম পাতার পর**

জঙ্গিদের মোকাবিলা করতে জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং অঞ্চলের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে খবর পাওয়া গিয়েছিল গোলাগুলির ঘটনায় ১১ জন সশস্ত্র জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। জঙ্গিদের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছিলেন সিআরপিএফ-এর এক জওয়ান। কিন্তু রাজ্য পুলিশের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক ঘটনার আপডেট দিয়ে জানান, এ ঘটনায় যৌথ বাহিনীর গুলিতে ধরাশায়ী হয়েছে ১০ জঙ্গি। তবে সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়নি, তিনি ঘায়েল হয়েছেন। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল, জানান পুলিশ অফিসার।

চালু

● **প্রথম পাতার পর**

এবং নিজস্ব এডিসির মধ্যে যাতায়াতের সহায়তা করবে। এটি ছাত্র, বৃদ্ধ বয়স্ক, মহিলা এবং রাজ্যের সামগ্রিক জনগণকে সাহায্য করবে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে এলাকার উন্নতি হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

বিক্ষোভ

● **প্রথম পাতার পর**

নাগাদ তাঁদেরকে দা দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে খুন করেছেন সমরজিৎ চৌধুরী। তার কঠোর শাস্তির দাবিতে আজ আদালত চত্বরে বিক্ষোভে মিলিত হয়েছেন তাঁরা।

ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রির চক্রান্ত করছে কেন্দ্র ফিরহাদ হাকিমের অভিযোগ

কলকাতা, ১১ নভেম্বর(হি.স.): দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তির বিক্রির পর এবার ওয়াকফ সম্পত্তি বেসরকারি শিল্পপতিদের হাতে তুলে দিতে চায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারসোমবার এই অভিযোগ তুললেন কলকাতা পৌরসংস্থার মেয়র ও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সোমবার কলকাতা পৌরসংস্থায় দেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মওলানা আবুল কালাম আজাদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আজাদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান মেয়র। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র পরিষদ উদ্যান দেবাশীষ কুমার, অসীম বসু ও স্থানীয় কাউন্সিলর প্রিয়াঙ্কা সাহা।অনুষ্ঠানে ফিরহাদ হাকিম কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ও সম্পত্তি নীতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি সরকার ওয়াকফ সম্পত্তিকে বেসরকারি শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে, যা সম্পূর্ণভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতিকারক হবে। তিনি জানান, “দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি বিক্রির পর এবার ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকেও হাত বাড়িয়েছে কেন্দ্র।”

এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান শিক্ষানীতি নিয়েও সমালোচনা করেন মেয়র। মওলানা আবুল কালাম আজাদের শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শকে স্মরণ করে হাকিম বলেন, “আজাদের শিক্ষানীতি ছিল দেশের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য; কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল শিক্ষানীতির কারণে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আজ হুমকির মুখে দাঁড়িয়েছে।”

এদিন কাদম্বিনী দেবীর মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত নিয়ে চলমান সিবিআই ও কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আলোচনায়, ফিরহাদ হাকিম কটাক্ষ করে বলেন, “সিবিআই তদন্ত দাবি করা কিছু পক্ষ এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে। কলকাতা পুলিশের ওপর আস্থা না রেখে হাইকোর্টের কিছু বিচারপতি সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছেন। তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে দোষীদের শাস্তি হবেই।”

এছাড়া এসএসকেএম হাসপাতালে রেফারেল পদ্ধতির সমস্যা নিয়েও নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করেন মেয়র। তার মতে, সঠিক পদ্ধতি মেনে রোগীর পরিবারের সেই হাসপাতালে অপেক্ষা করা উচিত ছিল, যাতে অযথা হাসপাতাল বদল করতে না হয়।

সম্প্রতি কলকাতা থেকে নিউ টাউন পর্যন্ত ভেজাল পানীয় জল সরবরাহের অভিযোগ ওঠায় ফিরহাদ হাকিম বলেন, “মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে এ ধরনের প্রতারণা মেনে নেওয়া যায় না। পুলিশ অবশ্যই এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।”

অন্যদিকে, মওলানা আবুল কালাম আজাদের শিক্ষা ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জন্য অবদানের কথা তুলে ধরে মেয়র বলেন, “আজাদের শিক্ষানীতি এখনও দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে।”

মাধ্যমিক পরীক্ষায় আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে অনলাইনে

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি.স.): মাধ্যমিক পরীক্ষার নিয়মে বড় বদল আসছে। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে আসছে নয়া নিয়ম। এবার থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। এতদিন পর্যন্ত অফলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করত ছাত্রছাত্রীরা। সোমবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে এ খবর জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই জারি করা হয়েছে নির্দেশিকা।

আগামী বছর ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। ২২ ফেব্রুয়ারি শেষ হবে পরীক্ষা। চলতি মাসেই অফলাইনে আবেদনপত্র পূরণের কথা ছিল। সেই নিয়মে বদল আনল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। প্রতিটি স্কুলের প্রধানদের নির্দেশিকা জারি করে পর্ষদ জানিয়েছে, যেসব পরীক্ষার্থী ২০২৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে চলেছে, তাদের আবেদনপত্র পূরণ পদ্ধতি হবে সম্পূর্ণভাবে অনলাইন পদ্ধতিতে।

আগামী ২ ডিসেম্বর সকাল ১১টা থেকে শুরু হবে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ পদ্ধতি। ১৮ ডিসেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করা যাবে। ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.ন্দ্রত্নত্ন্ত্রত্মথর্ন্ঠথ.ত্বদ্রদ্ব ওয়েবাসইটে গিয়েআবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর আবেদনপত্র পূরণ যেন সঠিক পদ্ধতিতে হয় সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রতিটি স্কুলকে। স্পষ্টতই ক্যাম্প অফিস থেকে আবেদনপত্রদেওয়ার কাজ আর হচ্ছে না। পর্ষদ জানিয়েছে ১১ এবং ১২ নভেম্বর এবং ১২ এবং ১৩ নভেম্বর ক্যাম্প অফিস থেকে এই সংক্রান্ত কাজ হচ্ছে না। যদিও পর্ষদ জানিয়েছে, একটি ক্যাম্প অফিস পরিচালনা করা হবে আগামী ২০ এবং ২১ ডিসেম্বর। নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।একইসঙ্গে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের পর একটি হার্ড কপি দেওয়া হবে। যাচাইকরণ এবং রেকর্ডের জন্য কোনও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর (২০২৫) যদি নথি জমা দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাও সংশ্লিষ্ট দিনগুলির মধ্যে জমা দিতে হবে স্কুলগুলিকে। এই সংক্রান্ত কাজের জন্য ক্যাম্প অফিসে উপস্থিত থাকতে হবে স্কুলের প্রতিনিধিকে।

মালদায় দুই হাজারের গণ্ডি পেরোল ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা

মালদা, ১১ নভেম্বর (হি. স.) : মালদায় দুই হাজারের গণ্ডি পেরোল ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। চলতি বছরে এখনও অবধি মালদা জেলাজুড়ে ২ হাজার ৪৮ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। ডেঙ্গি আক্রান্তের পরিসংখ্যানের নিরিখে জেলা প্রশাসনের চিন্তা বাড়াচ্ছে রতুয়ার দুটি ব্লক। ইতিমধ্যে রতুয়ার দুটি ব্লকের সাতটি পঞ্চায়েতের ওপর বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর।

জেলা স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য অনুযায়ী, জেলাজুড়ে গত সপ্তাহে নতুন করে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭৫ জন। রতুয়া-২ ব্লকের ৪৩ জন, রতুয়া ১ ব্লকের ১৮ জন, ইংরেজবাজারে ২৮ জন, কালিয়াচক ১ ব্লকে ১৮ জন, মানিকচক ব্লকে ১৭ জন, কালিয়াচক ৩ ব্লকে ১৩ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। চলতি বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী শুধুমাত্র রতুয়া ১ ও ২ নম্বর ব্লকে যথাক্রমে ৩০৫ ও ৩৮৬ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। ইংরেজবাজার ব্লকে ২৫৯ জন ও পুরসভা এলাকায় ৭৫ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন।জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, রতুয়া-১ ব্লকের বাহারাল, কাহালা ও রতুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, রতুয়া ২ ব্লকের পরানপুর, আড়াইডাঙা, পুখুরিয়া ও সম্বলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, ইংরেজবাজারের মিলকি ও কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিশেষভাবে নজরদারি চালানো হচ্ছে। নজরদারি চালানো হচ্ছে মানিকচক গ্রাম পঞ্চায়েত, জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, মোথাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতেও। প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রয়োজনীয় সমস্তরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে সচেতন করছেন। মানুষের মধ্যে পরীক্ষা করানোর প্রবণতাও অনেকাংশে বেড়েছে। পঞ্চায়েতগুলির সঙ্গেও আলোচনা করা হচ্ছে।’

বিলোনিয়ায়

● **আটের পাতার পর**

একই দিকে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ এবং ঙ্খপ্পৈঞ্ঙ ২০০৩ আইনের উপর দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন বাজার এবং আশেপাশের স্কুল এলাকায় তামাকমুক্ত যুব অভিযান ২.০ মাইকিং সচেতনতা শুরু করেছে যা পরের ৭ দিন পরপর চলবে। তামাক আইনের ধারা ৪ অর্থাৎ পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ। তামাক আইনের ৬(এ)অর্থাৎ আঠারো বছরের কম বয়সী যেকোনো ব্যক্তির কাছে সিগারেট ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ এবং ধারা ৬(বি) অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে তামাক বিক্রি নিষিদ্ধকরার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা হয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

ছোটদের লীগ ক্রিকেটে জয়ী এ ডি নগর ও জি বি

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। রবীন্দ্র বর্মন স্মৃতি অনূর্ধ ১৩ বালকদের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে সহজ জয় পেল এ ডি নগর প্লে সেন্টার। অপরদিকে লড়াই করে জয় পেল জিবি প্লে সেন্টার। সোমবার আগরতলা বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবনের মাঠে টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত ম্যাচে এ ডি নগর প্লে সেন্টার ৪০ রানে পরাজিত করে প্রতিপক্ষ মৌচাককে। এদিন এ ডি নগর প্লে সেন্টার টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২৫ ওভারে সাতজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে সংগ্রহ করে ১০৬ রান। মূলত সৌমিক দেবের লড়াকু ৪০ রান, সায়ন শীলের ২০ রান ও নীতিন রায়ের ২০ রানের সাহায্যেই ইনিংসে এই রান তুলে এ ডি নগর। মৌচাকের বোলারদের মধ্যে দুটি করে উইকেট পেল সত্যজিৎ দেব ও বীরেন ডুকপা। জবাবে মৌচাক নির্ধারিত ওভারে আট জন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে তুলে ৬৬টি রান। ইনিংসে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ অপরাজিত ১৯ রান করে নীতিন রায়। জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে তিনটি করে উইকেট পেল রাম দত্ত ও আবির ভট্টাচার্য। অপরদিকে একই মাঠে দিনের অপর ম্যাচে কর্নেল কোচিং সেন্টার কে ১৫ রানে পরাজিত করে জি বি প্লে সেন্টার। কর্নেল টসে জিতে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিলে আগে ব্যাট করার সুযোগ পায় জিবি। ইনিংসে জিবি নির্ধারিত ২৫ ওভারে আট জন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে তুলে ১২৮ রান। ঋদ্ধিমানের মারমুখি ৭১ রানের সাহায্যেই ইনিংসে এই রান তুলে জিবি। প্রতিপক্ষ দলের বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ পাঁচটি উইকেট পেল সৌম্যদীপ চক্রবর্তী। জবাবে জয়ের জন্য নির্ধারিত ওভারে ১২৯ রানের টার্গেট নিয়ে কর্নেল ব্যাট করতে নেমে ৯টি উইকেট হারিয়ে ১১৩ রান তুলতে সক্ষম হয়। ইনিংসে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৪ রান করে নিরীথ দে।জয়ী দলের পক্ষে বল হাতে নিয়ে সর্বাধিক চারটি উইকেট পেল প্রিয়াংশু ধানুক।

নাইডু ট্রফি ক্রিকেটে পরাজয়ের ট্র্যাডিশন বজায় রাখল ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। জাতীয় অনূর্ধ ২৩ কর্নেল সি-কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে পরাজয়ের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখল ত্রিপুরা। টানা তিন ম্যাচে পরাজয়ের হ্যাটট্রিক করার পর নিজেদের চতুর্থ ম্যাচেও ধরাশায়ী দল। এবার ত্রিপুরাকে আট উইকেটে হারালো স্বাগতিক চন্ডিগড়। চার দিনের ম্যাচে ত্রিপুরা প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ইনিংসে সংগ্রহ করেছিল ২১৬ রান। বল হাতে নিয়ে রাজ্যের ক্রিকেটাররা অনেকটা লড়াই করলেও শেষ পর্যন্ত ইনিংসে লিড নিতে ব্যর্থ। প্রতিপক্ষ চন্ডিগড় প্রথম ইনিংসে ২২৩ রান তুলে সাত রানে লিড নেয়।

এই অবস্থায় ইনিংসে পিছিয়ে থেকে ত্রিপুরা দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে প্রতিপক্ষদের চাপে ফেলতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট হাতে নিয়ে রাজ্যের ক্রিকেটাররা গতকাল ম্যাচের তৃতীয় দিন ৫ উইকেটে ১৫৯ রান তুলে কিছুটা আসার আলো দেখায়। কিন্তু সোমবার ম্যাচের শেষ দিন প্রত্যাশা অনুযায়ী ব্যাটসম্যানরা চন্ডিগড় কে জয়ের জন্য বড় রানের স্কোর দিতে ব্যর্থ হয়।

এদিন স্কোর বোর্ডে ত্রিপুরা মাত্র ৫২ রান যোগ করতে সক্ষম হয়। ২২১ রানে ত্রিপুরার দ্বিতীয় ইনিংসের লড়াই থেমে যাওয়ায় জয়ের জন্য স্বাগতিক চন্ডিগড় এর প্রয়োজন হয় দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ২১৫ রান।

আর এই টার্গেট কে সামনে রেখে স্বাগতিক দল দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে মাত্র দুইজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ২১৯ রান তুলে সহজেই ত্রিপুরা জয় করতে সক্ষম হয়।

ফলে চার দিনের এই ম্যাচে স্বাগতিক চন্ডিগড় এর কাছে ত্রিপুরা আট উইকেটে পরাজিত। টানা চার ম্যাচে ব্যাট বল উভয় বিভাগে জঘন্য ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়ার পর আগামী ১৫ নভেম্বর ত্রিপুরা নিজেদের পঞ্চম ম্যাচ খেলতে নামবে উড়িষ্যার বিপক্ষে। ঘরোয়া প্রথম শ্রেণীর রঞ্জি ক্রিকেটে রাজ্য দল যখন একের পর এক ম্যাচে প্রতিপক্ষদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হচ্ছে তখন নাইডু ট্রফিতে কলঙ্ক বহন করছে ত্রিপুরা। আর তাতে করে স্বাভাবিকভাবেই যেন প্রশ্নের মুখে রাজ্য দল নির্বাচন কমিটির কর্মকর্তারা।

বয়স বাড়লে রানের ক্ষুধা কমে? শচীনের উদাহরণ টেনে 'ব্যর্থ' রোহিত-বিরাটকে তাতালেন গ্রেগ

ভারতের দুই ক্রিকেট মহানায়ক বিরাট কোহলি আর রোহিত শর্মার কাছে আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফর মহাগুরুত্বপূর্ণ বললেও কম বলা হয়। বিভিন্ন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই রায় দিয়ে দিয়েছেন যে, বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি রোহিত-বিরাটের ভবিষ্যৎ কেরিয়ার-সড়ক নির্ধারণ করে দেবে। তা, সেই মহা-সিরিজের প্রাক লগ্নে গুরু গ্রেগ দুই ভারতীয় মহারথীকে ফর্মে ফেরার একটা দাওয়াই দিয়েছেন। গ্রেগ চ্যাপেলের সে দাওয়াই হল, নিজেদের পুরনো সত্ত্বাকে ফেরানো। নিজেদের পুরনো মানসিকতাকে যেনতেন প্রকারেণ ফিরিয়ে আনা। যা প্রকারান্তরে বিরাট-রোহিতের হৃত ক্রিকেট গৌরবও ফিরিয়ে আনবে।দেশের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে ০-৩ টেস্ট সিরিজ হার রীতিমতো কাঁপিয়ে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটকে। রোহিত-বিরাট-সহ একঝাঁক সিনিয়রের টেস্ট ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। প্রকট হয়ে পড়েছে, ভালো মানের স্পিন বোলিংয়ের সামনে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের অসহায়তা। রোহিত-বিরাটের ধীরে ধীরে ক্রিকেট সায়াহ্নের সদরদরজায় পৌঁছনো খেয়াল করেছেন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি ও ভারতীয় ক্রিকেটের এক সময়ের 'কুখ্যাত' কোচ। গ্রেগের মতে, এক সময় যে তীব্র রান ক্ষুধা আর পারফর্ম করার উদগ্র বাসনা তাড়া করত রোহিত-বিরাটকে, আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সিরিজে তা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে তাঁদের। যার বিশ্লেষণে শচীন তেণ্ডুলকররের উদাহরণ ব্যবহার করেছেন গুরু গ্রেগ।অস্ট্রেলিয়ার এক কাগজে শুক্রবার গ্রেগ লিখেছেন, 'আমাকে একবার শচীন জিজ্ঞাসা করেছিল, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাট করা কেন কঠিন হয়ে যায়? শচীনকে আমি বলেছিলাম যে, ব্যাপারটা পুরোটাই মানসিক। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে থাকে, এ বয়সে রান করাটা কত কঠিন। একাগ্রতা ধরে রেখে পারফর্ম করে যাওয়া কতটা টাফ। মনে করার কোনও কারণ নেই, চোখের দৃষ্টি দুর্বল হয়ে পড়ছে। কিংবা রিফ্লেক্স কমে আসছে। দরকার, গভীর ফোকাস ধরে রাখার। বয়স বাড়লে পারফরম্যান্স ধরে রাখতে সেটা প্রয়োজন।' 'লিটল মাস্টার'কে গ্রেগ এখানেই শেষ করেননি গ্রেগ। আরও লিখেছেন, 'কম বয়সে রান করার দিকে বেশি ঝোঁক থাকে ক্রিকেটারদের। কিন্তু সময় যত যাবে, বিপক্ষ তত বেশি ব্যাটারের খুঁত বের করতে শুরু করবে। আবার বয়স বাড়লে প্লেয়ার অভিজ্ঞতাও অর্জন করতে থাকে। বয়স কম থাকলে অনেক সুবিধে। পরিবেশ নিয়ে ভাবনা থাকে না। খেলার পরিস্থিতি নিয়ে ভাবনা থাকে না। প্লেয়ার তখন শুধু বল দেখে আর রান করার কথা ভাবে।' আর বিরাট-রোহিতকে ঠিক সেই পরামর্শই দিয়েছেন চ্যাপেল। যা তিনি শচীনকে দিয়েছিলেন। 'লিটল মাস্টার'কে গ্রেগ বলেছিলেন, "তুমি যদি পুরনো দিনের মতো খেলতে চাও, তাহলে তরুণ বয়সের মতো মানসিকতা দেখাতে হবে। সেই রকম ভাবনাচিন্তা করতে হবে। মনে রেখো, বয়স বাড়লে সেটা করাই সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের হয়ে যায়।" গুরু গ্রেগের কথা ধরলে, সেই কাজটাই এবার করতে হবে কোহলি-রোহিতকে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নামার আগে 'রাঁধুনি' সূর্য, কী বানালেন ভারতের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলতে নামবে ভারত। প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ শুক্রবার। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালের পর প্রথম বার একে অপরের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই ম্যাচের আগে রাঁধুনি হলেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।কী রাঁধলেন সূর্যকুমার? টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে রোহিত শর্মা অবসর নেওয়ার পর তাঁর উপর নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়েছে বোর্ড। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পোস্ট করা একটি ভিডিয়োতে সেই অধিনায়কই হয়ে গিয়েছেন রাঁধুনি। তবে হাতা, খুন্তি নিয়ে নয়, দল তৈরির রাঁধুনি হয়েছেন তিনি। আর রেঁধেছেন রমনদীপ সিংহ এবং বিজয়কুমার বিশাক। ভারতের এই দুই ক্রিকেটার প্রথম বার টি-টোয়েন্টি দলে ডাক পেয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই একটি ভিডিয়ো তৈরি করা হয়েছে। সেখানে সূর্যকুমার রাঁধুনি আর দুই নতুন পদ রমনদীপ এবং বিশাক। বৃহস্পতিবার প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ভারতের প্রথম একাদশে রমনদীপ এবং বিশাকের মধ্যে কেউ থাকবেন কি না তা স্পষ্ট নয়। তবে শুধু তাঁরা নন, প্রথম বার ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে ডাক পেয়েছেন যশ দয়ালও।

তবে এর আগে তিনি টেস্ট দলে ডাক পেয়েছিলেন। সেই কারণে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল রমনদীপদের সঙ্গে। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলে নজর কেড়েছিলেন রমনদীপ। বিশাক খেলেছিলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে। চার ম্যাচে নিয়েছিলেন চার উইকেট। এখনও পর্যন্ত আইপিএলে ১১টি ম্যাচ খেলে ১৩টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। রমনদীপ কেকেআরের হয়ে ১৫টি ম্যাচে করেন ১২৫ রান। তাঁর স্ট্রাইক রেট ২০১.৬১। ভারতীয় দলের জার্সি তাঁরা পান কি না সেই দিকেই নজর থাকবে সকলের।

নীরজের কোচ জেলেঞ্জি

তিনবারের ওলিম্পিকস সোনা জয়ী তিনি। মুকুটে ঝলমল করছে ৯৮.৪৮ মিটারের বিশ্বরেকর্ড। জ্যাভেলিন থ্রোয়ের কিংবদন্তি জান জেলেঞ্জির কাছে এবার তালিম নেবেন নীরজ চোপড়া। চেক প্রজাতন্ত্রের প্রাক্তন মহারথীকে কোচ হিসেবে নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন ভারতীয় তারকা। ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে নীরজের কোর টিমের আলোচনা হয়েছে। ২০২০ টোকিও ওলিম্পিকসে সোনাজয়ীর মন্তব্য, 'ওঁকে শ্রদ্ধা করি। জেলেঞ্জির পুরনো ভিডিও ক্লিপিংস বারবার দেখি, আর অবাক হই। আমার সবচেয়ে প্রিয় থ্রোয়ার। কেরিয়ারের এই পর্বে ওঁর কাছে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে রয়েছি।'ওলিম্পিকসে জ্যাভেলিনে সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক রয়েছে জেলেঞ্জির (১৯৯২, ১৯৯৬ ও ২০০০)। তিনবার সোনা জিতেছেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

চন্ডিগড়ে বলরামজি মেমোরিয়াল ক্রিকেটে নিয়ম রক্ষার ম্যাচে ইনিংসে হারলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নিয়ম রক্ষার ম্যাচে যেন ত্রিপুরার আরও ভরাডুবি। প্রথম দুটি ম্যাচে প্রতিপক্ষের সঙ্গে ড্র অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে রুখে এক-এক করে মোট ২ পয়েন্ট সংগ্রহ করলেও গ্রুপ লিগের তৃতীয় তথা অন্তিম ম্যাচে একেবারে ইনিংস সহ হেরে একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। চারদলীয় গ্রুপে তিন ম্যাচ খেলে সাকুল্যে ২ পয়েন্ট পেয়ে সর্বশেষ স্থানে থেকেই ঘরে ফেরার টিকিট কাটছে। আজ, সোমবার শেষ হওয়া দুই দিনের অন্তিম ম্যাচে পাঞ্জাব ইনিংস সহ ৮৮ রানের বড় ব্যবধানে ত্রিপুরা কে পরাজিত করেছে। দারুন এই জয়ের সুবাদে পাঞ্জাব বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট পেয়ে পুল বি থেকে শীর্ষস্থান অর্জন করে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। রবিবার ম্যাচ শুরুতে টস জিতে পাঞ্জাব প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ত্রিপুরাকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায়। ত্রিপুরার ছেলেরা ৩০.২ ওভার খেলে ৬৯ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে পাঞ্জাব দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৫৮ ওভারে এক উইকেট হারিয়ে ২১১ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ, অন্তিম দিনে আরও ১৬ ওভার খেলে ১ উইকেট হারিয়ে ৮১ রান যোগ করে মোট ২৯২ রানে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়। দ্বিতীয়বার ব্যাট করতে নেমে ৬৯.৩ ওভার খেলে ত্রিপুরা ১৩৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ত্রিপুরার ছেলেরা ইনিংস পরাজয় এড়ানোর যথেষ্ট চেষ্টা করেও সক্ষম হয়নি। রাজদীপ দেবনাথ সর্বাধিক ৫৭ রান সংগ্রহ করেছিল। টুর্নামেন্টের অপর খেলায় চন্ডিগড় এ দল ইনিংস সহ ২০৭ রানের ব্যবধানে মিজোরামকে হারিয়ে পুল-এ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। হিমাচল প্রদেশ ১০ উইকেটের ব্যবধানে জম্মু-কাশ্মীরকে হারিয়ে পুল-এ থেকে রানার্স হয়ে সেমিফাইনালে খেলবে। চন্ডিগড় বি ও দিল্লির ম্যাচটি ড্র তে নিষ্পত্তি হলেও প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে দিল্লি ৩ পয়েন্ট পেয়ে মোট ৭ পয়েন্টের সৌজন্যে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে।

ভারতীয় টেস্ট দলের কোচের পদ হারাচ্ছেন গম্ভীর!

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু তার পর থেকে মূলত লজ্জাই সঙ্গী হয়েছে গৌতম গম্ভীরের। গত জুলাই থেকে একাধিক লজ্জার নজির গড়েছে ভারতীয় দল। যার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশ। ভারতীয় দলের এমন দুর্দশা শেষবার হয়েছিল ২৪ বছর আগে। শোনা যাচ্ছে, একের পর এক হতাশাজনক ফলে বিসিসিআই বিরক্ত। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর সত্যি ধরলে, বোর্ড কর্তারা গম্ভীরের পারফরম্যান্সে এতটাই হতাশ যে লাল বলের ক্রিকেট থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়ার কথাও ভাবা শুরু হয়েছে।ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজ হার লাল বলের ক্রিকেটে কোচ হিসাবে গম্ভীরের যোগ্যতাকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। শুক্রবারই এই হারের ময়নাতদন্তে বোর্ড কর্তাদের কড়া প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে গুরু গম্ভীরকে। বোর্ড মনে করছে, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হতাশাজনক ফলাফলের জন্য অনেকাংশে দায়ী কোচ গম্ভীরের 'একগুয়েমি'। সূত্রের খবর, গম্ভীরের নেওয়া বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে ওই বৈঠকে প্রশ্ন তুলেছেন বোর্ড কর্তারা। বোর্ড কর্তাদের প্রশ্ন, সিরিজে ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পরও কেন মুম্বই টেস্ট জশপ্রীত বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া হল? পুণেতে স্পিনের সামনে ধরাশায়ী হওয়ার পরও মুম্বইয়ে স্পিন সহায়ক পিচ তৈরি করা হল কেন? পিচ নিয়ে গম্ভীরের 'ফরমাইশ' করার প্রবণতা নিয়েও বোর্ড কর্তারা প্রশ্ন তুলেছেন বলে সূত্রের দাবি।এখানেই শেষ নয়। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম দৈনিক জাগরণ'-এর দাবি, বোর্ড কর্তারা নাকি ঠিক করে ফেলেছেন, আসন্ন বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিই গম্ভীরের আসল 'টেস্ট'। সেই পরীক্ষায় পাশ করতে না পারলে লাল বলের ক্রিকেটের কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। ইতিমধ্যেই টেস্টে গম্ভীরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। দৈনিক জাগরণ'-এর দাবি, বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে ভালো ফল করতে না পারলে গম্ভীরকে সরিয়ে টেস্টের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে ভিভিএস লক্ষ্মণকে। আর গম্ভীরকে শুধু সীমিত ওভারের ক্রিকেটে কোচিং করানোর কথা বলা হতে পারে। সেখানেই উঠছে আরও এক প্রশ্ন। লাল বলের ক্রিকেট থেকে সরিয়ে দেওয়া হলে কি গম্ভীর নিজেই সাদা বলে থাকতে চাইবেন? সেক্ষেত্রে ভারতীয় দলের কোচের পদ থেকে পুরোপুরি নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন দ্রাবিড়ের উত্তরসূরি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩-০ ব্যবধানে হার ভারতের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। যা পরিস্থিতি তাতে অজিভূমিতে অন্তত গোটা তিন-চারেক ম্যাচ জিতে না ফিরতে পারলে টেস্ট ফাইনালে খেলা হবে না রোহিতদের। সেটাই টেস্টে গম্ভীরের চাকরি বাঁচানোর শর্ত।

মাছ ধরতে গিয়ে নদীতে বোথাম, ইংরেজ ক্রিকেটারকে কুমির-হাঙরের হাত থেকে বাঁচালেন অসি তারকা

অস্ট্রেলিয়ার মোয়লে নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন ইয়ান বোথাম। যে নদীতে কুমিরও থাকে। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার অসাবধানবশত জলে পড়ে যান। বন্ধু মার্ভ হিউজ তাঁকে জল থেকে টেনে তোলেন।নৌকা করে যাচ্ছিলেন বোথাম এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার হিউজ। সেই সময় দড়িতে ইংরেজ ক্রিকেটারের চটি আটকে যায়। তাতেই বিপত্তি। জলে পড়ে যান তিনি। যে নদীতে শুধু কুমির নয়, রয়েছে বুল হাঙরও (এই বিশেষ ধরনের হাঙর নদীতে থাকে)। হিউজ দ্রুত বোথামকে তুলে নেওয়ায় কোনও দুর্ঘটনা হয়নি। তবে সারা গায়ে কেটেছড়ে গিয়েছে তাঁর। বোথাম বলেন, "কুমিরের পেটে যাওয়ার থেকে বেঁচেছি। যত তাড়াতাড়ি জলে পড়েছি, তার থেকেও বেশি তাড়াতাড়ি উঠে এসেছি। জলের তলায় কয়েক জোড়া চোখ হয়তো আমাকে দেখেছে, তবে তারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমি উঠে পড়েছিলাম। এখন আমি ঠিক আছি।" বোথাম এবং হিউজ মাছ ধরতে ভালবাসেন। খেলোয়াড় জীবন থেকেই তাঁরা বন্ধু। যদিও এক জন খেলতেন ইংল্যান্ডের হয়ে, অন্য জন ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার। দেশ আলাদা হলেও তাঁদের বন্ধুত্বে কোনও ভাটা পড়েনি। বোথাম বলেন, "গল্ফ বা শুটিংয়ের থেকে মাছ ধরতে আমি বেশি ভালবাসি। নদীর একটা ব্যাপার আছে। তবে লন্ডনে তেমন মাছ ধরার সুযোগ নেই। লন্ডন শুধু খাওয়াদাওয়ার জন্য ঠিক আছে, আমি কান্টিসাইডেই থাকতে ভালবাসি।"

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাবে না ভারত, আইসিসিকে জানিয়ে দিল বিসিসিআই

যা আশঙ্কা করা হয়েছিল, সেটাই সত্যি হল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তান যাবে না ভারত। সরকারিভাবে আইসিসিকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল বিসিসিআই। ফলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভবিষ্যৎ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়ে গেল।আগামী বছর পাকিস্তানে বসছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর। এত দিন বেসরকারি ভাবে শোনা যাচ্ছিল যে, ভারত সম্ভবত যাবে না পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে। উলটে শোনা যাচ্ছিল, হাইব্রিড মডেলের দাবিদাওয়া পেশ করবে ভারত। পাকিস্তান আবার চব্বিশ ঘণ্টা আগে ঘোষণা করেছিল যে, তারা কিছুতেই 'হাইব্রিড মডেল'-কে মেনে নেবে না। ভারত যদি না আসে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে, তা হলে ভবিষ্যতে ভারতে কোনও আইসিসি টুর্নামেন্ট হলে তারাও যাবে না খেলতে।খবর যা, তাতে ভারত যাচ্ছে না শেষ পর্যন্ত। ইতিমধ্যে আইসিসিকে সেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভারতীয় বোর্ডের পক্ষ থেকে। আইসিসিকে বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ভারত সরকার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তান যাওয়ার অনুমতি দেবে না। যার অর্থ হল, হাইব্রিড মডেল ছাড়া আর কোনও রাস্তা খোলা থাকল না আইসিসির সামনে। যেখানে পাকিস্তান ও অন্য একটা দেশের মধ্যে ভাগাভাগি করে খেলা হবে। কিন্তু সেই পথও সহজ হবে কি না, সন্দেহ রয়েছে। কারণ, গত কাল পাকিস্তান বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা হাইব্রিড মডেলে কোনও ভাবে সম্মতি দেবেন না। নকভি এটাও বলেন, হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হবে, এ রকম কোনও খবর তাঁরা শোনেনওনি। যাক গে যাক। হাইব্রিড মডেলে যদি শেষ পর্যন্ত হয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, তা হলে দু'টো দেশ রয়েছে সেই তালিকায়। এক, আরব আমিরশাহী। যা দূরত্ব বিচারে পাকিস্তানের বেশ কাছে। দুই, শ্রীলঙ্কা। এখানে বলে রাখা যাক, গত এশিয়া কাপের আয়োজকও পাকিস্তানই ছিল। কিন্তু ভারত যায়নি পাকিস্তানে খেলতে। বরং হাইব্রিড মডেলে খেলা হয় এশিয়া কাপ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ক্ষেত্রেও সে জিনিস শেষ পর্যন্ত হয় কিনা, দ্রষ্টব্য।

পিএম জনমন প্রকল্পে ১০টি ছাত্রাবাসের ভার্চুয়ালি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

জনজাতিদের উন্নয়ন সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। জনজাতিদের উন্নয়ন সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। গুণগত শিক্ষার পাশাপাশি প্রত্যন্ত জনপদের জনজাতি অংশের শিক্ষার্থীদের সর্বোৎকৃষ্ট সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সরকার বদ্ধপরিকর। জনজাতিদের শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ প্রদান, ছাত্রাবাসের আপগ্রেডেশন, ছাত্রাবাসগুলিতে সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সহ আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দিয়ে সরকার নিরন্তর কাজ করে চলেছে। আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং প্রেক্ষাগৃহে সমগ্র শিক্ষা, ত্রিপুরা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পিএম জনমন প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ১০টি ছাত্রাবাসের ভার্চুয়ালি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। উল্লেখ্য, আজ রাজ্যের ৪টি জেলার ৬টি ব্লকে ১০টি হোস্টেল নির্মানের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পিএম জনমন প্রকল্পটি প্রধানমী নরেন্দ্র মোদির একটি স্বপের প্রকল্প। দেশের প্রধানমী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর নরেন্দ্র মোদি জনজাতিদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যাদের জন্য আগে কেউ চিন্তাভাবনা করেনি। মুখ্যমী বলেন, দেশের ২২ হাজার আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম এবং ২০০টি জেলায় অবস্থিত অতি দুর্বল জনজাতি গোষ্ঠী পরিবারগুলোর কাছে সমস্ত ধরণের সরকারি সুযোগ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসি ন্যায় মহা অভিযান (পিএম জনমন) উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে। প্রধানমীর এই স্বপকে স্বার্থক ও সফল করে তুলতে রাজ্য সরকারও বদ্ধপরিকর। প্রধানমী গতবছরের ১৫ নভেম্বর জনজাতি গৌরব দিবস উদযাপনের পূন্য দিনে পিএম জনমন প্রকল্পটির সূচনা করেছিলেন। এই প্রকল্পটি একাধিক মকের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। রাজ্যে এই প্রকল্পটির কাজ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করার উপরও মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব-আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রায়শই বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন না হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রধানমীর জনজাতিদের প্রতি আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে একজন জনজাতি মহিলা দ্রৌপদি মুর্মু দেশের রাষ্ট্রপতি পদে এবং আমাদের রাজ্যের জনজাতি গোষ্ঠির রাজন্য পরিবারের যীষ্ণু দেববর্মা তেলেঙ্গানা রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে আসীন রয়েছেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমী জনজাতিদের উন্নয়নে রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সহ সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় রাজ্যের প্রভূত উন্নতির কথাও উল্লেখ করেন। আগামীদিনে ত্রিপুরা দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হয়ে উঠবে বলেও মুখ্যমী আশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মী সান্তনা চাকমা বলেন, মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা'র নেতত্বে বর্তমান রাজ্য সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস এই মূলমকে পাথেয় করে কাজ করছে, যাতে জনজাতিরাও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠির সাথে সমানভাবে এগিয়ে যেতে পারে। সরকার পিছিয়েপড়া জনজাতি ও অন্তিম ব্যক্তিকে সামনের সারিতে নিয়ে আসার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে চলেছে। সমস্ত ক্ষেত্রে ত্রিপুরা আগামীদিনে এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মী বিকাশ দেববর্মা বলেন, জনজাতিদের জন্য আজ এক ঐতিহাসিক দিন। বর্তমান রাজ্য সরকার জনজাতিদের কল্যাণে বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। জনজাতিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারের সদর্থক ভূমিকার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমগ্র শিক্ষার রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা এন সি শর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এস সি ই আর টি'র অধিকর্তা এল দার্লং।

সেচের জল না পেয়ে পাম্প অপারেটরকে তালাবন্দী করল কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১১ নভেম্বর: খোয়াইয়ের জাম্বুরা গ্রামে দীর্ঘ এক মাস ধরে কৃষকদের খেতে সেচের জল মিলছে না। ফলে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম দেখা দিয়েছে। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে কৃষকরা সোমবার পাম্প অপারেটর ও হেলপারকে তালা বন্দী করে রাখেন।

দীর্ঘ একমাস যাবত খোয়াইয়ের জাম্বুরা এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে কৃষি জমিতে জল সরবরাহ না হওয়ায় কৃষকদের ফসল নষ্ট হওয়ার উপক্রম। অবশেষে বাধ্য হয়ে আজ সকাল আটটা থেকে এলাকার প্রায় কৃষি নির্ভর ১০০ টি পরিবার একত্রিত হয়ে পাম্প অপারেটর এবং একজন হেলপারকে তালা বন্দী করে রাখেন।গোটা বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে পাম্প অপারেটর জানায়, দীর্ঘদিন যাবত কৃষকদের সমস্যা হচ্ছে। তিনি বিষয়টি বারংবার জানিয়েও কোন ধরনের সুরাহা পাচ্ছেন না। এদিকে, এলাকার জনপ্রতিনিধি বিশ্বজিৎ শুক্লদাস সাংবাদিকদের জানান, বারবার তাদের সমস্যার কথা উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোন ধরনের সাড়া মিলেনি। বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক নিহার দেববর্মাকে জানিয়েও কোন ধরনের কাজ হয়নি। ফলে কৃষকদের জমি শুকিয়ে যাচ্ছে জলের অভাবে। ক্ষতি হচ্ছে ফসলের। উল্লেখ্য, এমনিতেই সবজির চড়া দাম বাজারে। যদি এইভাবে কৃষকরা জল না পেয়ে সবজি চাষ বন্ধ করে দেয় তাহলে আগামীতে দ্রব্যমূল্যের বাজার আকাশ ছোঁয়া হবে বলেও অনেকের ধারণা।

পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ল পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর : পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে পর্যবেক্ষকদের হাতে ধরা পড়ল এক পরীক্ষার্থী। তাঁর বিরুদ্ধে পশ্চিম থানায় অভিযোগ করা হলে পুলিশ এই পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে।

প্রসঙ্গত রবিবার সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর মধ্যে একটি কেন্দ্র ছিল বাণী বিদ্যাপীঠ স্কুল। উক্ত কেন্দ্রে একজন পরীক্ষার্থী মোবাইল ফোন নিয়ে হলে প্রবেশ করেছিল এবং পরীক্ষা চলাকালীন সময় ইনভিজিলেটর চোখে এই বিষয় ধরা পড়ে। পরীক্ষার্থীর নাম বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী। মোবাইল নিয়ে পরীক্ষার হলে যাওয়ার কারণে সেই পরীক্ষার্থীকে তখন আটক করা হয় এবং এই বিষয়ে পশ্চিম থানা অভিযোগ দেওয়া হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পশ্চিম আগরতলা থানায় একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছিল। ১৩৬/২০২৪ আন্ডার সেকশন ২২৩/৩১৮(২) বিএনএস এবং পাবলিক এক্সামিনেশন (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার) আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। আজ তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানান পশ্চিম থানা পুলিশ আধিকারিক। তিনি আরো বলেন, পরীক্ষার্থী বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী নিজেকে কোভিড আক্রান্ত বলে দাবি করে একটি সার্টিফিকেট দেখায়। সেই কারণে তাঁকে আলাদা একটি ঘরে পরীক্ষা দেওয়ানোর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। সেখানে বসে সে মোবাইল বের করে লেখার চেষ্টা করতে গিয়ে রুমের বাইরে থাকা পর্যবেক্ষকদের হাতে ধরা পড়ে যায়।পুলিশ এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম থানা পুলিশ আধিকারিক।।

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১১ নভেম্বর:বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সতেরো বছর বয়সী এক নাবালিকাকে অপহরন করার অভিযোগ উঠলো সুজিত শীল নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট থানায় এনিয়ে অভিযুক্তের নামে মামলা লিপিবদ্ধ করেছেন নাবালিকার মা। ঘটনা কুমারঘাটের বেতছড়া জগমোহন পাড়া এলাকায়।কুমারঘাটের বেতছড়া জগমোহন পাড়া এলাকায় এক নাবালিকা মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে। মেয়ের মা জানিয়েছেন, গত আট নভেম্বর রাতে পরিবারের অন্যদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমোতে যায় নাবালিকা কন্যা। পরদিন ঘুম থেকে উঠে তারা দেখতে পায় ঘরে নেই মেয়েটি। এরপরই শুরু হয় খোঁজাখুজি। মেয়ে নিখোঁজের ঘটনায় বাড়ির লোকজন জানতে পারেন জগমোহন পাড়া এলাকার বাসিন্দা সুজিত শীল তাকে অপহরন করেছে। এনিয়ে কুমারঘাট থানায় অভিযুক্তের নামধাম দিয়ে মামলা দায়ের করেছেন অপহৃতার মা। বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েকে অপহরন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করেছেন তিনি। মেয়েকে উদ্ধার করতে পুলিশের কাছে কাতর আবেদন জানিয়েছেন মেয়ের মা।

বৃদ্ধ মহিলার চোখে মরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে মারধরের অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর:দক্ষিণ রামনগর এলাকায় বৃদ্ধ মহিলার চোখে মরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে মারধর করল এক প্রতিবেশী। সোমবার এই অভিযোগ তুলে সুষ্ঠু বিচার চাইলেন আক্রান্ত বৃদ্ধ মহিলা ও তার মেয়ে।দক্ষিণ রামনগর এলাকায় বিদ্যুতের বিল নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল বিবাদ। অভিযোগে জানা গেছে ১৬,০০০ টাকা বিদ্যুতের বিল আসলে প্রতিবেশী আলমগীর হোসেনের পরিবারকে অর্ধেক টাকা মিটানোর জন্য বলেছিলেন বৃদ্ধা মহিলা হেলেনা খাতুন। কেননা দুই পরিবারের বিদ্যুতের সংযোগ একই মিটার থেকে রয়েছে। আর বিদ্যুতের বিল মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলতেই শুরু হয় বিবাদ। গত ৩০ অক্টোবর প্রতিবেশী আলমগীর হোসেনের পরিবারের হাতে আক্রান্ত হন বৃদ্ধা মহিলা হেলেনা খাতুন।এরপর পুনরায় গত ৯ই নভেম্বর বৃদ্ধা খেলনা খাতুন ও তার মেয়ে তাসলিমা বেগমকে মারধন করে আলমগীর হোসেনের পরিবারের লোকজন। সোমবার এই অভিযোগ জানান বৃদ্ধা হেলেনা খাতুন ও তার মেয়ে তাসলিনা বেগ। পাশাপাশি তারা বলেন প্রতিবেশী আলমগীর হোসেন ও তার পরিবারের নান্টু মিয়া ও লীলা বেগম মিলে বৃদ্ধার চোখে মরিচের গুড়ো ছিটিয়ে ব্যাপক মারধর করা হয়। এমনকি বৃদ্ধার মেয়েকে ছাড় দেওয়া হয়নি। বর্তমানে তারা আক্রমণকারীদের কঠোর শাস্তি দাবির জানানোর পাশাপাশি নিজেদের নিরাপত্তা আবেদন করেন।

জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের আশ্বাস দিলেন মেয়র দীপক মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর : নিজ বিধানসভা এলাকার পানীয় জলের সুব্যবস্থা সহ রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা করা নিয়ে এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের আশ্বাস দিলেন মেয়র দীপক মজুমদার।

দীর্ঘদিন ধরে জলের সমস্যা এবং রাস্তাঘাট চলাচলের অসুবিধায় ভুগছিলেন পিসিসি ইট ভাট্টা এলাকার জনগণ। সোমবার বিষয়গুলো পরিদর্শনে যান আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। সাথে ছিলেন কর্পোরেটর তুষার কান্তি ভট্টাচার্য সহ পুর নিগমের অন্যান্য আধিকারিকরা। মেয়র দীপক মজুমদার জানান, পরিদর্শনে এসে এলাকার জনগণের সাথে কথা বলে কোথায় কি সমস্যা এবং কেন এই সমস্যাগুলো হচ্ছে সেটা জানার চেষ্টা করেছেন তিনি। সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে মেয়রের সাথে পুর নিগমের অধিকারিকগণের পাশাপাশি বিদ্যুৎ দপ্তর এবং পিডব্লুডি দপ্তরের আধিকারিকও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরো জানান, এলাকার জনগণের সমস্যার কথা শুনে উপস্থিত সকলের সাথে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পানীয় জল ও অন্যান্য সকল সমস্যা সমাধান করা হবে। এলাকার জনগণের সমস্যাগুলো সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি।

যুবকের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর: পরিত্যক্ত জায়গা থেকে নিখোঁজ যুবকের পচাঁগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় গতকাল খেজুরবাগানস্থিত ব্রাহ্মণপাড়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।পরিবারের সদস্যদের দাবি, ওই যুবককে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার বিবরণে মৃত যুবকের মামা জানিয়েছেন, ৬ নভেম্বর ছট পূজা দেখতে রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন রনি লস্কর। এরপর আর সে বাড়ি ফিরে যাননি। তাঁকে অনেক খোঁজাখুজির পরও তাঁর কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। গত ৮ নভেম্বর পরিবারের সদস্যরা এনসিসি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। গতকাল সন্ধ্যায় ওই এলাকার লোক দুর্গন্ধ পেয়ে খোঁজাখুঁজি করার পর নেপাল বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তির পরিত্যক্ত বাড়ির সীমানায় রনির মৃতদেহ দেখতে পান। সাথে সাথে তাঁরা পুলিশকে খবর দিয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, তাঁকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

চুরি যাওয়া বিভিন্ন জিনিস সহ আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর: চুরি যাওয়া বিভিন্ন জিনিস সহ কুখ্যাত চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে চুড়াইবাড়ী থানার পুলিশ। আজ তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

এবিষয়ে চুরাইবাড়ি থানার ওসি খোকন সাহা জানান, গতকাল রাতে চুরাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬নং ওয়ার্ডে এলাকায় একই রাতে চুরের দল হানা দিয়ে রামেল আহমেদ, সিরাজ উদ্দিন, আব্দুল সালামের বাড়িতে চোরের দল হানা দেয়। চুরি করে নিয়ে যায় মোবাইল, নগদ টাকা সহ বহু মূল্যবান সামগ্রী। এদিকে, পুলিশ খবর পেয়ে সাথে সাথে অভিযানে নামে।।যদিও সে সময় কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। পরে গোপন খবরের ভিত্তিতে ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা জিয়াব উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া মোবাইল লেপটপ সহ বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

এদিকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে স্বীকার করে যে উক্ত তিনজনের বাড়িতে সে এবং তার দল চুরি কাণ্ড সংঘটিত করেছেন।

পরবর্তী সময়ে জিয়াব উদ্দিনের ঘরে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ উদ্ধার করে তিনটি মোবাইল সেট, নয়টি কম্পিউটারের মনিটর ও টিভি চারটি, সিসি ক্যামেরা, একটি ড্রিল মেশিন ও একটি কাটার মেশিন সহ চুরির একটি মোটর বাইক ও উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে পুলিশ উদ্ধারকৃত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে এবং একটি চুরির মামলা রুজু করে। আজ সোমবার ধৃত চোরকে পুলিশ রিমান্ড এর আবেদন জানিয়ে ধর্মনগর জেলা ও দায়রা আদালতে প্রেরণ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অন্যান্যদের খুঁজেও অভিযান জারি রেখেছে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ।

বিশালগড়ে কংগ্রেসের সংহতি পদযাত্রা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১১ নভেম্বর:বিশালগড় বিধানসভায় কংগ্রেসের সংহতি পদযাত্রা সংগঠিত করল কংগ্রেস দল। সোমবার সকাল ১১টা থেকে বিশালগড় হাসান হোসেন পাড়া থেকে কংগ্রেসের সংহতি পদযাত্রা শুরু হয়। এদিনের কংগ্রেসের সংহতি পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা জয়দীপ প্রায় বর্মন, জেলা কংগ্রেস সভাপতি গোপীনাথ সাহা, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি দিলীপ চক্রবর্তী সহ বিশালগড় বিধানসভার অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

এদিনে কংগ্রেসের সংহতি পদযাত্রাটি বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭ নং বুথ হাসান হোসেন পাড়া থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করেন। কংগ্রেসের এই সংহতি পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে যেন কোনরকম রাজনৈতিক কোন উশৃংখল পরিস্থিতি তৈরি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সিপাহীজলা প্রশাসনের উদ্যোগে উক্ত মিছিলে সিআরপিএফ, টিএসআর ও ত্রিপুরা পুলিশ মোতায়েন করেন।

এদিনে কংগ্রেসের সংহতি পদযাত্রাটি হাসান হোসেন পাড়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে পুনরায় হাসান হোসেন পাড়ায় এসে সমাপ্তি করবে বলে জানান কংগ্রেস নেতা জয়দীপ রায় বর্মন।

সাতদিন ব্যাপী জাতীয় সেবা প্রকল্পের বিশেষ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ নভেম্বর:স্বচ্ছতাই সেবা এই মূল ভাবনাকে সামনে রেখে আজ থেকে সাত দিনব্যাপী জাতীয় সেবা প্রকল্পের বিশেষ শিবির শুরু হয় বিলোনিয়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, পুর পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী সহ অন্যান্য অতিথিগন। আলোচনা রাখতে গিয়ে অতিথিরা বলেন ছাত্রীদের মধ্যে সেবার মানসিকতা গড়ে তুলতে জাতীয় সেবা প্রকল্প অনন্য ভূমিকা পালন করে। তাই বর্তমানে সেবা প্রকল্পের এই ধরনের শিবির যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ে বাল্যবিবাহ এবং নেশা সমাজকে ধ্বংস করছে তাই এই বিষয়ে সমাজ সংস্কার করতে সকলকে দায়িত্ব নিতে হবে। আর সেবা প্রকল্পের সাথে যুক্ত ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়ে একজনই ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী নাগরিক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর:দুটি পৃথক অভিযানে মোট ৫ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে বিএসএফ জওয়ানরা।পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বিওপি হারনাকোলায় আজ সীমান্তের বেড়া ডিঙিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করার সময় দুই বাংলাদেশি নাগরিককে বিএসএফ সৈন্যরা আটক করেছে। আটককৃত বাংলাদেশিরা বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাসিন্দা। পরবর্তীতে আরেকটি যৌথ অভিযানে বিএসএফ সৈন্যরা আগরতলায় ৩ জন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে। গ্রেফতারকৃত সকল বাংলাদেশী নাগরিকদের বয়স ১৮-২৬ বছরের মধ্যে বলে জানা গেছে। তাদের আটক করে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

জাতীয় শিক্ষা দিবস পালিত বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ নভেম্বর: সোমবার জাতীয় শিক্ষা দিবসে দক্ষিণ ত্রিপুরার অধীনে সমস্ত শিক্ষক এবং ছাত্রদের দ্বারা তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে একটি গণসচেতনতা এবং 'তামাকমুক্ত প্রতিশ্রুতি' নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর ও শিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে সফলভাবে জাতীয় শিক্ষা দিবস পালিত হয়েছে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুব্রত দাস এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিক সুবীর মজুমদার এর জন্য সমস্ত স্কুল পরিচালনা ইউনিটকে ধন্যবাদ জানান। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রী সুধাংশু দাসের পৌরহিত্যে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর : প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস এর পৌরোহিত্য আজ এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ডাইরেক্টর, ডেপুটি ডাইরেক্টর সহ দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গত, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের ২০২৪ সালের দ্বিতীয় পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানী আগরতলায় গোর্খা বস্তি স্থিত প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের কার্য্যালয়ে রাজ্য ভিত্তিক এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। মন্ত্রী সুধাংশু দাস জানান, এই পর্যালোচনা বৈঠকে দপ্তর সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে দপ্তরের বিভিন্ন কাজের টার্গেটগুলো কতটা সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজের কোথায় ঘাটতি রয়েছে তা যাচাই করার পাশাপাশি আগামীতে কিভাবে কাজ করতে হবে সেটা নিয়েও আলোচনা করা হবে বলে জানান তিনি।

মন্ত্রী সুধাংশু আরো বলেন, রাজ্যে ডিম, মাছ, মাংস ও দুধের যোগান কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় সেই বিষয়েও আলোচনাক্রমে একটি ফলপ্রসূ সমাধান করার চেষ্টা থাকবে, পাশাপাশি যুবকদের রোজগারের পথ প্রশস্ত করার ক্ষেত্রেও আলোচনা করা হবে বলে জানান তিনি।

ত্রিপুরায় মন্দির কেন্দ্রিক পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে সরকারের সদর্থক ও সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বলেছেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ত্রিপুরায় মন্দির কেন্দ্রিক পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে সদর্থক ও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। তিনি বলেন, গোটা দেশে পর্যটন ক্ষেত্রে বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে মন্দিরের। ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি পুরাতন আগরতলার ১৪ দেবতা বাড়ির জন্য ১৪ কোটি টাকা এবং কমলাসাগরের কসবেশ্বরী কালী মন্দিরের উন্নয়নের জন্য ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছেউবরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে এই উন্নয়নমূলক কাজগুলি দ্রুত সম্পন্ন হবে বলে রাজ্যপাল আশা ব্যক্ত করেনউ আজ কসবেশ্বরী কালী মন্দিরে পুজো দেবার পর রাজ্যপাল আকাশবাণীর সাথে এক সাক্ষাৎকারে একথা বলেন রাজ্যপাল আজ কমলাসাগর আন্তর্জাতিক সীমান্তে অবস্থিত সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বি.ও.পি-তে জওয়ানদের সঙ্গে কিছু কাটান। রাজ্যপালের সঙ্গে ছিলেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, পুলিশ সুপার বি.জে রেড্ডি সমেত প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

এর আগে রাজ্যপাল আজ পুরাতন আগরতলায় চতুর্দশ দেবতা মন্দিরে পূজা দেন। এই পরিদর্শন কালে তিনি বলেন, চতুর্দশ দেবতার মন্দির রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন ক্ষেত্রের মধ্যে অন্যতম।স্থানীয় মানুষের এই মন্দিরের ওপর অনেক বিশ্বাস ও ভক্তি রয়েছে। সরকার এই কারনেই মন্দিরের উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়েছে। সফরকালে রাজ্যপালের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।